ভগবান্ শেষেরও প্রভুর বৃন্দাবন-ভ্রমণকালীন প্রেমবর্ণনে অসামর্থ্য ঃ—

বৃন্দাবনে হৈল প্রভুর যতেক প্রেমের বিকার ।
কোটি-গ্রন্থে 'অনন্ত' লিখেন তাহার বিস্তার ॥ ২৩১ ॥

এই পরিচ্ছেদে তাহার দিগ্‌দর্শন বর্ণিত মাত্র ঃ—

তবু লিখিবারে নারে তার এক কণ ।
উদ্দেশ করিতে করি দিগ্‌দরশন ॥ ২৩২ ॥

কৃষ্ণপ্রীতির গাঢ়ত্বের পরিমাণানুসারে কৃষ্ণচৈতন্য-লীলা-বন্যার স্পর্শ ঃ—

জগৎ ভাসিল চৈতন্যলীলার পাথারে ।
যাঁর যত শক্তি তত পাথারে সাঁতারে ॥ ২৩৩ ॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ২৩৪ ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে শ্রীবৃন্দাবনগমনং নাম সপ্তদশ-পরিচ্ছেদঃ ।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

২৩৩। পাথার—জলবৃদ্ধিরূপ বন্যা।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

ইতি অমৃতপ্রবাহ-ভাষ্যে সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

কথাসার—আরিট্-গ্রামে রাধাকুণ্ড ও শ্যামকুণ্ড আবিষ্কার-পূর্ব্বক মহাপ্রভু গোবর্দ্ধনে 'হরিদেব' দর্শন করিলেন। গোবর্দ্ধনের উপরে উঠিয়া গোপাল-দর্শন করিবেন না, এইজন্য অন্নকূটগ্রাম হইতে ম্লেচ্ছভয়ের 'ছল' বাহির করিয়া গোপাল গাঠোলী-গ্রামে আসিলেন। তথায় গিয়া মহাপ্রভু তাঁহাকে দর্শন করিয়াছিলেন। ভক্তবর শ্রীরূপগোস্বামীকে কৃপাপূর্ব্বক দর্শন দিবার জন্য গোপাল তাঁহার অনেকদিন পরে মথুরায় বিঠ্‌ঠলেশ্বর মন্দিরে আসিয়া 'একমাস' ছিলেন—এই প্রস্তাব কবিরাজ-গোস্বামী এইস্থলে লিখিয়াছেন। মহাপ্রভু নন্দীশ্বর, পাবন-সরোবর, শেষশায়ী, মেলা-তীর্থ, ভাণ্ডীর-বন, ভদ্রবন, লৌহবন, মহাবন ইত্যাদি দর্শন করিলেন এবং গোকুল দর্শন করিয়া মথুরায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। অক্রূরঘাটে বাসা করিয়া প্রতিদিন বৃন্দাবনে গিয়া কালীয়-হ্রদ, দ্বাদশাদিত্য-ঘাট, কেশীঘাট, রাসস্থলী, চীরঘাট, আম্‌লিতলা ইত্যাদি দর্শন করিতে লাগিলেন। কালীয়-হ্রদে রাত্রিতে মৎস্যধারী ধীবরকে 'কৃষ্ণ' ভ্রমে অনেক লোক আসিয়া অন্বেষণ করিতে লাগিল, কিন্তু মহাপ্রভুকে দর্শন করিয়া বিবর্ত্তবুদ্ধি দূর হওয়ায় সকলের কৃষ্ণস্ফূর্ত্তি হইলে প্রভু সন্ন্যাসীর অর্থাৎ জীবের চিৎকণত্ব স্থাপন করিলেন। অক্রূরঘাটে অনেকক্ষণ ডুবিয়া থাকায় বলভদ্র ভট্টাচার্য্য মহাপ্রভুকে ব্রজমণ্ডল হইতে প্রয়াগে লইয়া যাইবার জন্য স্থির করিলেন। 'সোরো-ক্ষেত্রে গঙ্গাস্নান করিয়া প্রয়াগ যাইবেন' এই চিন্তা করিয়া যাত্রা করিলেন। পথিমধ্যে কোন গ্রামে পাঠান ঘোড়সোয়ারগণকে লইয়া আসিতে আসিতে বিজলী-খাঁ প্রভুকে প্রেমাবেশে মূর্চ্ছিত দেখিল। 'তাঁহার সঙ্গিগণ তাঁহাকে ধুতুরা খাওয়াইয়া মারিয়া তাঁহার ধন লইতেছে',—এইকথা বলিয়া সে প্রভুর সঙ্গিগণকে বাঁধিয়া ফেলিল। প্রভুর প্রেমাবেশ-ভঙ্গ হইলে বিজলী-খাঁর দলের জনৈক ম্লেচ্ছাচার্য্যের সহিত কথোপকথন ও শাস্ত্রবিচার হইলে প্রভু 'কোরাণ'-শাস্ত্র হইতেই 'কৃষ্ণভক্তি' স্থাপন করিলেন। বিজলী-খাঁ ও তাঁহার অনুগত সোয়ারগুলি মহাপ্রভুর চরণ আশ্রয় করত 'কৃষ্ণভক্ত' হইলেন। সেইস্থানে এখনও 'পাঠান-বৈষ্ণবের গ্রাম' বলিয়া একটী গ্রাম দেদীপ্যমান। সোরোতে গঙ্গাস্নান করিয়া প্রভু ত্রিবেণীতে পৌঁছিলেন। (অঃ প্রঃ ভাঃ)

বৃন্দাবন-ভ্রমণকারী গৌরসুন্দর ঃ—

বৃন্দাবনে স্থিরচরান্নন্দয়ন্ স্বাবলোকনৈঃ ।
আত্মানঞ্চ তদালোকাদ্‌গৌরাঙ্গঃ পরিতোঽভ্রমৎ ॥ ১ ॥

জয় জয় গৌরচন্দ্র জয় নিত্যানন্দ ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥ ২ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১। বৃন্দাবনে স্বীয় দর্শন দান করিয়া স্থাবর-জঙ্গমকে আনন্দপ্রদান করত এবং তাহাদিগকে দর্শন করিয়া, স্বয়ং

অনুভাষ্য

১। গৌরাঙ্গঃ বৃন্দাবনে স্বাবলোকনৈঃ (স্বস্য অবলোকনৈঃ চক্ষুর্ভিঃ) স্থিরচরান্ (স্থাবরান্ জঙ্গমাংশ্চ) তদালোকাৎ (স্থাবরা-

আরিট্-গ্রামে আসিয়া বাহ্যদশা-প্রাপ্তি ঃ—

এইমত মহাপ্রভু নাচিতে নাচিতে ।
'আরিট্'-গ্রামে আসি' 'বাহ্য' হৈল আচম্বিতে ॥ ৩ ॥

তথায় রাধাকুণ্ড-বৃত্তান্ত-জিজ্ঞাসা, সকলের তদ্বিষয়ে অজ্ঞতা ঃ—

অরিষ্টে রাধাকুণ্ড-বার্ত্তা পুছে লোক-স্থানে ।
কেহ নাহি কহে, সঙ্গের ব্রাহ্মণ না জানে ॥ ৪ ॥

রাধাভাবদ্যুতিসুবলিত গৌরকর্ত্তৃক অন্তর্হিত শ্রীরাধাকুণ্ডাবিষ্কার ঃ—

তীর্থ 'লুপ্ত' জানি', প্রভু সর্ব্বজ্ঞ ভগবান্ ।
দুই ধান্যক্ষেত্রে অল্পজলে কৈলা স্নান ॥ ৫ ॥
দেখি' সব গ্রাম্য-লোকের বিস্ময় হৈল মন ।
প্রেমে প্রভু করে রাধাকুণ্ডের স্তবন ॥ ৬ ॥

প্রভুকর্ত্তৃক শ্রীরাধাভিন্ন শ্রীরাধাকুণ্ডের মহিমা-স্তব ঃ—

"সব গোপী হৈতে রাধা কৃষ্ণের প্রেয়সী ।
তৈছে রাধাকুণ্ড—প্রিয়, 'প্রিয়ার সরসী' ॥ ৭ ॥

পদ্মপুরাণ-বাক্য ঃ—

যথা রাধা প্রিয়া বিষ্ণোস্তস্যাঃ কুণ্ডং প্রিয়ং তথা ।
সর্ব্বগোপীষু সৈবৈকা বিষ্ণোরত্যন্তবল্লভা ॥ ৮ ॥

যেই কুণ্ডে নিত্য কৃষ্ণ রাধিকার সঙ্গে ।
জলে জলকেলি করে, তীরে রাস-রঙ্গে ॥ ৯ ॥
সেই কুণ্ডে যেই একবার করে স্নান ।
তাঁরে রাধা-সম 'প্রেম' কৃষ্ণ করে দান ॥ ১০ ॥
কুণ্ডের 'মাধুরী'—যেন রাধার 'মধুরিমা' ।
কুণ্ডের 'মহিমা'—যেন রাধার 'মহিমা' ॥" ১১ ॥

শ্রীরাধাকুণ্ড-মহিমা-মাধুর্য্য অবর্ণনীয় ঃ—
শ্রীগোবিন্দলীলামৃতে (৭।১০২)—

শ্রীরাধেব হরেস্তদীয়-সরসী প্রেষ্ঠাদ্ভুতৈঃ স্বৈর্গুণৈ-
র্যস্যাং শ্রীযুত-মাধবেন্দুরনিশং প্রীত্যা তয়া ক্রীড়তি ।
প্রেমাস্মিন্ বত রাধিকেব লভতে যস্যাং সকৃৎ স্নানকৃৎ
তস্যা বৈ মহিমা তথা মধুরিমা কেনাস্তু বর্ণ্যঃ ক্ষিতৌ ॥ ১২ ॥

প্রেমাবেশে প্রভুর স্তুতি ঃ—

এইমত স্তুতি করে প্রেমাবিষ্ট হঞা ।
তীরে নৃত্য করে কুণ্ডলীলা স্মরিয়া ॥ ১৩ ॥

কুণ্ডমৃত্তিকায় প্রভুর তিলকরচনা, কিছু সঙ্গে গ্রহণ ঃ—

কুণ্ডের মৃত্তিকা লঞা তিলক করিল ।
ভট্টাচার্য্য-দ্বারা মৃত্তিকা সঙ্গে করি' লৈল ॥ ১৪ ॥

কুসুম-সরোবরে কৃষ্ণাভিন্ন গোবর্দ্ধন-দর্শনে প্রেম ঃ—

তবে চলি' আইলা প্রভু 'সুমনঃ-সরোবর' ।
তাঁহা 'গোবর্দ্ধন' দেখি' হইলা বিহ্বল ॥ ১৫ ॥
গোবর্দ্ধন দেখি' প্রভু হইলা দণ্ডবৎ ।
'এক শিলা' আলিঙ্গিয়া হইলা উন্মত্ত ॥ ১৬ ॥

গোবর্দ্ধন-গ্রামে হরিদেব-দর্শন ঃ—

প্রেমে মত্ত চলি' আইলা গোবর্দ্ধন-গ্রাম ।
'হরিদেব' দেখি' তাঁহা হইলা প্রণাম ॥ ১৭ ॥
'মথুরা'-পদ্মের পশ্চিমদলে যাঁর বাস ।
'হরিদেব' নারায়ণ—আদি পরকাশ ॥ ১৮ ॥
হরিদেব-আগে নাচে প্রেমে মত্ত হঞা ।
সব লোক দেখিতে আইল আশ্চর্য্য শুনিয়া ॥ ১৯ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

আনন্দ লাভ করিয়া গৌরাঙ্গচন্দ্র চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন।

৩-৫। আরিট্গ্রাম, যথায় অরিষ্টাসুরের বধ হইয়াছিল, তথায় আসিয়া 'রাধাকুণ্ড কোথায়?'—এই কথা জিজ্ঞাসা করিলেন ; কিন্তু কেহই বলিতে পারিল না এবং সঙ্গের ব্রাহ্মণও তাহা জানিত না। তাহাতে সেই তীর্থ 'লুপ্ত' হইয়াছে জানিয়া নিকটস্থ দুই ধান্যক্ষেত্রে যে অল্প অল্প জল ছিল, তাহাতে সর্ব্বজ্ঞ ভগবান্ স্নান করিলেন। অতএব সেই ধান্যক্ষেত্রই যে রাধাকুণ্ড ও শ্যামকুণ্ড, তাহা সূচিত হইল।

অনুভাষ্য

দীনাম্ অবলোকং প্রাপ্য) আত্মানঞ্চ নন্দয়ন্ পরিতঃ (ইতস্ততঃ) অভ্রমৎ।

৩। আরিট্—'অরিষ্ট'-গ্রাম, বর্ত্তমান 'অরিঙ্'।

৮। আদি ৪র্থ পঃ ২১৫ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১২। সেই রাধাকুণ্ড-সরসী শ্রীরাধার ন্যায় স্বীয় অদ্ভুত গুণে কৃষ্ণের অত্যন্ত প্রিয়। সেই কুণ্ডে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র সর্ব্বদা শ্রীরাধার সহিত ক্রীড়া করেন। সেই কুণ্ডে একবার স্নান করিলে (শ্রীকৃষ্ণে) শ্রীরাধিকার ন্যায় প্রেমলাভ হয় ; অতএব এই জগতে শ্রীরাধা-কুণ্ডের মহিমা ও মধুরিমা কে বর্ণন করিতে পারেন?

১৫। সুমনঃ-সরোবর—কুসুম-সরোবর।

অনুভাষ্য

১২। শ্রীরাধা ইব তদীয়-সরসী (রাধাকুণ্ডং) স্বৈঃ অদ্ভুতৈঃ (অপূর্ব্বৈঃ) গুণৈঃ হরেঃ (কৃষ্ণস্য) প্রেষ্ঠা (পরমপ্রীতিপ্রদা) ;—যস্যাং (সরস্যাং) শ্রীযুতমাধবেন্দুঃ (শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রঃ) তয়া (রাধয়া সহ) প্রীত্যা অনিশম্ (অবিরতং) ক্রীড়তি ; বত (অহো ইতি বিস্ময়ার্থে) যস্যাং (সরস্যাং) সকৃৎ (বারমেকং) স্নানকৃৎ (অবগাহনকারী) অস্মিন্ (কৃষ্ণে) রাধিকা ইব প্রেমা লভতে

প্রভুদর্শনে সকলের বিস্ময় ; হরিদেব-সেবকের প্রভুপূজা ঃ—

প্রভু-প্রেম-সৌন্দর্য্য দেখি' লোকে চমৎকার ।
হরিদেবের ভৃত্য প্রভুর করিল সৎকার ॥ ২০ ॥

ব্রহ্মকুণ্ডে বলভদ্রের রন্ধন, প্রভুর স্নানাহার ঃ—

ভট্টাচার্য্য 'ব্রহ্মকুণ্ডে' পাকযাত্রা কৈল ।
ব্রহ্মকুণ্ডে স্নান করি' প্রভু ভিক্ষা কৈল ॥ ২১ ॥

হরিদেব-মন্দিরে রাত্রিযাপন ও গোবর্দ্ধনস্থিত গোপাল-দর্শন-চিন্তা ঃ—

সে রাত্রি রহিলা হরিদেবের মন্দিরে ।
রাত্র্যে মহাপ্রভু করে মনেতে বিচারে ॥ ২২ ॥
'গোবর্দ্ধন-উপরে আমি কভু না চড়িব ।
গোপাল-রায়ের দরশন কেমনে পাইব!!' ২৩ ॥

ম্লেচ্ছভয়-ছলে গোপাল-ঠাকুরের প্রভুকে দর্শন-দান ঃ—

এত মনে করি' প্রভু মৌন করি' রহিলা ।
জানিয়া গোপাল ম্লেচ্ছভয়-ভঙ্গী উঠাইলা ॥ ২৪ ॥

গ্রন্থকার-কৃত শ্লোকঃ ঃ—

অনারুরুক্ষবে শৈলং স্বস্মৈ ভক্তাভিমানিনে ।
অবরুহ্য গিরেঃ কৃষ্ণো গৌরায় স্বমদর্শয়ৎ ॥ ২৫ ॥

ম্লেচ্ছ-দৌরাত্ম্য-জনরব তুলিয়া গোপালের নিম্নে গাঁঠোলি-গ্রামে অবতরণ ঃ—

'অন্নকূট'-নামে গ্রামে গোপালের স্থিতি ।
রাজপুত-লোকের সেই গ্রামে বসতি ॥ ২৬ ॥

একজন আসি' রাত্র্যে গ্রামীকে বলিল ।
"তোমার গ্রাম মারিতে তুরুক-ধারী সাজিল ॥ ২৭ ॥
আজি রাত্র্যে পলাহ, না রহিহ একজন ।
ঠাকুর লঞা ভাগ', আসিবে কালি যবন ॥" ২৮ ॥
শুনিয়া গ্রামের লোক চিন্তিত হইল ।
প্রথমে গোপাল লঞা গাঁঠোলি-গ্রামে থুইল ॥ ২৯ ॥
বিপ্রগৃহে গোপালের নিভৃতে সেবন ।
গ্রাম উজাড় হৈল, পলাইল সর্ব্বজন ॥ ৩০ ॥
ঐছে ম্লেচ্ছভয়ে গোপাল ভাগে বারে বারে ।
মন্দির ছাড়ি' কুঞ্জে রহে, কিবা গ্রামান্তরে ॥ ৩১ ॥

মানসগঙ্গায় স্নানান্তে গোবর্দ্ধন-পরিক্রমা ঃ—

প্রাতঃকালে প্রভু 'মানসগঙ্গা'য় করি' স্নান ।
গোবর্দ্ধন-পরিক্রমায় করিলা প্রয়াণ ॥ ৩২ ॥

গোবর্দ্ধন-দর্শনে প্রেমাবেশ ঃ—

গোবর্দ্ধন দেখি' প্রভু প্রেমাবিষ্ট হঞা ।
নাচিতে নাচিতে চলিলা শ্লোক পড়িয়া ॥ ৩৩ ॥

শ্রীগোবর্দ্ধন-স্তুতি ঃ—
শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।২১।১৮)—

হন্তায়মদ্রিরবলা হরিদাসবর্য্যো
যদ্রামকৃষ্ণচরণস্পর্শপ্রমোদঃ ।
মানং তনোতি সহ-গোগণয়োস্তয়োর্যৎ
পানীয়-সুযবস-কন্দর-কন্দমূলৈঃ ॥ ৩৪ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

২১। পাক—অন্নপাক।

২৫। 'গোবর্দ্ধনশৈলে আরোহণ করিব না'—এরূপ প্রতিজ্ঞা-যুক্ত এবং 'আমি কৃষ্ণভক্ত'—এই অভিমানযুক্ত গৌরচন্দ্রকে গোপাল স্বয়ং গোবর্দ্ধন হইতে অবরোহণ করিয়া দর্শন দিলেন।

অনুভাষ্য

তস্যাঃ (রাধা-সরস্যাঃ) মহিমা তথা মধুরিমা চ ক্ষিতৌ (ধরায়াং) কেন (জনেন) বর্ণ্যঃ (বর্ণনীয়ঃ—ন কোঽপি নির্ণেতুং সমর্থঃ)।

২৫। গিরেঃ (গোবর্দ্ধনশৈলস্য) [উচ্চপ্রদেশাৎ] অবরুহ্য (অবতীর্য্য) শৈলং (গোবর্দ্ধনগিরিম্) অনারুরুক্ষবে (আরোঢু-মনিচ্ছবে) ভক্তাভিমানিনে (ভজনীয়বস্তুভেদেঽপি আত্মানং সেবকতয়া মন্যমানায়) স্বস্মৈ (আত্মনে) গৌরায় (স্বরূপবিগ্রহায় কৃষ্ণস্বরূপায়) স্বম্ (আত্মানম্) অদর্শয়ৎ (প্রদর্শয়ামাস)।

২৬। ভক্তিরত্নাকরে পঞ্চতরঙ্গে,—"গোপগোপী ভুঞ্জায়েন কৌতুক অপার। এই হেতু 'আনিয়োর' নাম সে ইহার।। অন্নকূট-স্থান এই দেখ, শ্রীনিবাস। এ-স্থান-দর্শনে হয় পূর্ণ অভিলাষ।।" স্তবাবলীতে ব্রজবিলাস-স্তবে—"ব্রজেন্দ্রবর্য্যার্পিত-ভোগমুচ্চৈর্ধৃত্বা বৃহৎকায়মঘারিরুৎকঃ। বরেণ্যাং রাধাং ছলয়ন্ বিভুঙ্‌ক্তে যত্রান্ন-কূটং তদহং প্রপদ্যে।।"* "কুণ্ডের নিকট দেখ নিবিড়-কানন। এথাই 'গোপাল' ছিলা হঞা সঙ্গোপন।।"

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

২৭। তুরুক—মুসলমান (তুর্কী বা পাঠান) সৈন্যবিশেষ।

৩৪। এই গোবর্দ্ধনপর্ব্বত—বৈষ্ণবপ্রধান, যেহেতু ইনি রাম-কৃষ্ণ-চরণ-স্পর্শানন্দে প্রফুল্ল হইয়া গো এবং গোপগণের সহিত রাধাকৃষ্ণকে পানীয় জল ও খাদ্য—ঘাস-কন্দ-মূলাদি দ্বারা তর্পণ করিতেছেন।

অনুভাষ্য

২৭। গ্রামীকে—গ্রামবাসীকে ; তুরুকধারী—তুর্কী-পরিচ্ছদ-ধারী অশ্বারোহী সৈন্য।

৩৪। ব্রজে শরৎকাল উপস্থিত হইলে শ্রীকৃষ্ণ বনে বনে

** অঘারি শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বোত্তমা শ্রীরাধাকে ছলনাপূর্ব্বক উচ্চ ও বৃহৎ শরীর ধারণ করিয়া উৎসুকবশতঃ ব্রজেন্দ্রবর্য্য শ্রীনন্দমহারাজ-কর্ত্তৃক অর্পিত অন্নকূট-ভোগ যেস্থানে ভোজন করিয়াছেন, আমি সেই স্থানের শরণ গ্রহণ করিতেছি।*

গোবিন্দকুণ্ডে স্নান ও গোপালের অবস্থিতি-সংবাদ-প্রাপ্তি ঃ—

'গোবিন্দকুণ্ডাদি'-তীর্থে প্রভু কৈলা স্নানে ।
তাঁহা শুনিলা, গোপাল—গাঁঠোলি-গ্রামে ॥ ৩৫ ॥

গাঁঠোলি-গ্রামে গোপাল-দর্শন ও স্তুতি-নৃত্য ঃ—

সেই গ্রামে গিয়া কৈল গোপাল-দরশন ।
প্রেমাবেশে প্রভু করে কীর্ত্তন-নর্ত্তন ॥ ৩৬ ॥
গোপালের সৌন্দর্য্য দেখি' প্রভুর আবেশ ।
এই শ্লোক পড়ি' নাচে, হৈল দিন-শেষ ॥ ৩৭ ॥

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু (২।১।৬২)—

বামস্তামরসাক্ষস্য ভুজদণ্ডঃ স পাতু বঃ ।
ক্রীড়াকন্দুকতাং যেন নীতো গোবর্দ্ধনো গিরিঃ ॥ ৩৮ ॥

তিনদিন গোপাল-দর্শন ঃ—

এইমত তিনদিন গোপালে দেখিলা ।
চতুর্থ-দিবসে গোপাল স্বমন্দিরে গেলা ॥ ৩৯ ॥

৪র্থ দিনে গিরির উপরিস্থ মন্দিরে গোপালের নৃত্যগীতমুখে গমন ঃ—

গোপাল-সঙ্গে চলি' আইলা নৃত্য-গীত করি ।
আনন্দ-কোলাহলে লোক বলে 'হরি' 'হরি' ॥ ৪০ ॥

প্রভুর গোপালদর্শন-বাঞ্ছা-পূরণ ঃ—

গোপাল মন্দিরে গেলা, প্রভু রহিলা তলে ।
প্রভুর বাঞ্ছা পূর্ণ সব করিল গোপালে ॥ ৪১ ॥

মহাকৃপালু গোপাল-দর্শনে ভক্তের ভাব ঃ—

এইমত গোপালের করুণ স্বভাব ।
সেই ভক্ত জনের দেখিতে হয় 'ভাব' ॥ ৪২ ॥

দয়াময় গোপালের কোন ছলে ভক্তকে দর্শন-দান ঃ—

দেখিতে উৎকণ্ঠা হয়, না চড়ে গোবর্দ্ধনে ।
কোন ছলে গোপাল আসি' উতরে আপনে ॥ ৪৩ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৩৮। পুণ্ডরীক-নয়ন শ্রীকৃষ্ণ যে-বামভুজদণ্ডদ্বারা গিরিরাজ গোবর্দ্ধনকে উত্তোলনপূর্ব্বক ক্রীড়া-কন্দুকের ন্যায় তাহাকে ব্যবহার করিয়াছিলেন, সেই বামভুজদণ্ড তোমাদিগকে পালন করুন।

অনুভাষ্য

গোচারণ করিতে করিতে বংশীধ্বনি করিলে গোপীগণ কৃষ্ণ-সঙ্গ-কামাতুরা হইয়া কৃষ্ণের মনোহর গুণাবলী গান করিয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতে সম্মুখে অভিন্ন-ব্রজেন্দ্রনন্দন গিরিরাজ গোবর্দ্ধন-দর্শনে গান করিতেছেন,—

হে অবলাঃ (সখ্যঃ), হন্ত (ইতি হর্ষে) অয়ম্ অদ্রিঃ (গোবর্দ্ধনঃ) [ধ্রুবং] হরিদাসবর্য্যঃ (হরিদাসানাং শ্রেষ্ঠঃ),—যৎ (যস্মাৎ) রামকৃষ্ণচরণস্পর্শপ্রমোদঃ (রামকৃষ্ণয়োঃ চরণস্পর্শেন প্রমোদঃ, তৃণাদ্যুদ্‌গমনিভেন রোমহর্ষদর্শনাৎ, যস্য তাদৃশঃ সন্) ; যৎ (যস্মাৎ চ) পানীয়-সুযবসকন্দরকন্দমূলৈঃ (পানীয়ৈঃ সুযবসৈঃ সুকোমলৈঃ শোভনতৃণৈঃ কন্দরৈঃ কন্দমূলৈশ্চ) [যথোচিতম্ অয়ং] সহগোগণয়োঃ (গোভিঃ গণেন সখিসমূহেন চ সহ বর্ত্তমানয়োঃ) তয়োঃ (রামকৃষ্ণয়োঃ) মানং (সমাদরং) তনোতি (বিদধাতি—অতোঽয়মতিধন্যঃ ইত্যর্থঃ)।

৩৫। গোবিন্দকুণ্ড—পৈঠা-গ্রাম হইতে শ্রীগোবর্দ্ধন-পর্ব্বতের উপর 'আনিয়োর'-গ্রাম। এখানে গোবিন্দ ও বলদেবের মন্দিরদ্বয় এবং 'গোবিন্দকুণ্ড'-নামে পুষ্করিণী আছে ; কাহারও মতে, রাণী পদ্মাবতী এই পুষ্করিণী প্রতিষ্ঠা করেন।

ভক্তিরত্নাকরে পঞ্চম-তরঙ্গে—"এই শ্রীগোবিন্দকুণ্ড-মহিমা অনেক। এথা ইন্দ্র কৈল গোবিন্দের অভিষেক।।" স্তবাবলীতে ব্রজবিলাস-স্তবে—"নীচৈঃ প্রৌঢ়ভয়াৎ স্বয়ং সুরপতি পাদৌ বিধৃত্যেহ যৈঃ, স্বর্গঙ্গাসলিলৈশ্চকার সুরভিদ্বারাভিষেকোৎসবম্। গোবিন্দস্য নবং গবামধিগতা রাজ্যে স্ফুটং কৌতুকাৎ তৈর্যৎ প্রাদুরভূৎ সদা স্ফুরতু তদ্‌গোবিন্দকুণ্ডং দৃশোঃ।।' মথুরা-খণ্ডে—"যত্রাভিষিক্তো ভগবান্ মঘোনা যদুবৈরিণা। গোবিন্দকুণ্ডং তজ্জাতং স্নানমাত্রেণ মোক্ষদম্।।"*

গাঁঠোলী-গ্রাম—গোপালপুর বা বিলছুর সন্নিকটবর্ত্তী গ্রাম। জনশ্রুতি এই যে, এখানে ব্রজ-নবযুবদ্বন্দ্বের প্রণয়গ্রন্থি-বন্ধন হইয়াছিল। ভক্তিরত্নাকরে (৫ম তঃ)—"সখী দুঁহ বস্ত্রে গাঁঠি দিল সঙ্গোপনে। ** ফাগুয়া লৈয়া কেহ গাঁঠি খুলি' দিলা।।" এহেতু এই গ্রামের নাম—'গাঁঠোলী'।"

৩৮। যেন (বামবাহুনা) গোবর্দ্ধনঃ গিরিঃ ক্রীড়াকন্দুকতাং (ক্রীড়া-সামগ্রীত্বং) নীতঃ (প্রাপ্তঃ) তামরসাক্ষস্য (পদ্মলোচনস্য কৃষ্ণস্য) সঃ [প্রসিদ্ধঃ] বামঃ ভুজদণ্ডঃ বঃ (যুষ্মাকং) পাতু (রক্ষতু)।

** শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অপরাধহেতু অতিশয় ভীতিবশতঃ দেবরাজ ইন্দ্র স্বয়ং দীনভাবে গাভীগণের আধিপত্য রাজ্যে অর্থাৎ ব্রজে (আগমন-পূর্ব্বক) গোবিন্দের শ্রীচরণযুগল ধারণ করিয়া সুরভিদ্বারা যে স্বর্গঙ্গা (মন্দাকিনী)-জলে কৌতুকভরে অভিষেক-উৎসব করিয়াছিলেন, সেই জলে প্রকাশিত সেই গোবিন্দকুণ্ড সর্ব্বদা আমার নয়নগোচর হউন (শ্রীব্রজবিলাস-স্তব)। যেস্থলে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যদুবৈরি ইন্দ্রকর্ত্তৃক অভিষিক্ত হইয়াছিলেন, সেই অভিষেক-জাত গোবিন্দকুণ্ড স্নানমাত্রেই মোক্ষ দান করিয়া থাকেন (মথুরাখণ্ড)।*

যখন যে-স্থানে থাকেন, তথায় আসিয়া ভক্তের তদ্দর্শনলাভ ঃ—

কভু কুঞ্জে রহে, কভু রহে গ্রামান্তরে।
যেই ভক্ত, তাঁহা আসি' দেখয়ে তাঁহারে ॥ ৪৪ ॥

শ্রীরূপ-সনাতনকে ঐরূপে কোন ছলে দর্শনদান ঃ—

পর্ব্বতে না চড়ে দুই—রূপ-সনাতন।
এইরূপে তাঁ-সবারে দিয়াছেন দরশন ॥ ৪৫ ॥

গোপালদর্শন-বাঞ্ছাহেতু শ্রীরূপের গোপাল-দর্শন-বৃত্তান্ত-বর্ণন ঃ—

বৃদ্ধকালে রূপ-গোসাঞি না পারে যাইতে।
বাঞ্ছা হৈল গোপালের সৌন্দর্য্য দেখিতে ॥ ৪৬ ॥

মথুরায় বল্লভপুত্র বিঠ্ঠলেশ্বরগৃহে একমাস অবস্থান ঃ—

ম্লেচ্ছভয়ে আইলা গোপাল মথুরা-নগরে।
একমাস রহিল বিঠ্ঠলেশ্বর-ঘরে ॥ ৪৭ ॥

মথুরায় বিঠ্ঠলেশ্বর-গৃহে একমাস সপরিকরে শ্রীরূপের গোপাল-দর্শন ঃ—

তবে রূপ-গোসাঞি সব নিজগণ লঞা।
একমাস দরশন কৈলা মথুরায় রহিয়া ॥ ৪৮ ॥
সঙ্গে গোপাল-ভট্ট, দাস-রঘুনাথ।
রঘুনাথ-ভট্টগোসাঞি, আর লোকনাথ ॥ ৪৯ ॥
ভূগর্ভ-গোসাঞি, আর শ্রীজীব-গোসাঞি।
শ্রীযাদব-আচার্য্য, আর গোবিন্দ-গোসাঞি ॥ ৫০ ॥
শ্রীউদ্ধবদাস, আর মাধব, দুইজন।
শ্রীগোপাল-দাস, আর দাস-নারায়ণ ॥ ৫১ ॥
'গোবিন্দ' ভক্ত, আর বাণী-কৃষ্ণদাস।
পুণ্ডরীকাক্ষ, ঈশান, আর লঘু-হরিদাস ॥ ৫২ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৪৫-৪৭। পরে শ্রীরূপ-সনাতন আসিয়া যখন ব্রজবাস করেন, তখন তাঁহারাও শ্রীগোবর্দ্ধনপর্ব্বতকে সাক্ষাৎ ভগবন্মূর্ত্তি জানিয়া তাঁহার উপর চড়িতেন না। গোপাল যেরূপ শ্রীমন্মহাপ্রভুকে দর্শন দিলেন, তাঁহাদিগকেও তদ্রূপ দর্শন দিয়াছিলেন। বৃদ্ধকালে শ্রীরূপগোস্বামী গোবর্দ্ধনে যাইতে অপারগ হওয়ায় গোপালের সৌন্দর্য্য দেখিতে তাঁহার বাঞ্ছা হইয়াছিল, গোপাল শ্রীরূপ-গোস্বামীকেও কৃপা করিবার আশয়ে ঐরূপ ম্লেচ্ছভয়রূপ 'ছল' উঠাইয়া মথুরানগরে বিঠ্ঠলেশ্বরের ঘরে একমাস ছিলেন।

অনুভাষ্য

৪৭। বিঠ্ঠলেশ্বর—ভক্তিরত্নাকরে পঞ্চম-তরঙ্গে—'বিঠ্ঠলের সেবা কৃষ্ণচৈতন্যবিগ্রহ। তাহার দর্শনে হৈল পরম আগ্রহ।। শ্রীবিঠ্ঠলনাথ—ভট্টবল্লভ-তনয়। করিলা যতেক প্রীতি কহিলে না হয়।। গাঁঠোলি-গ্রামে গোপাল আইলা 'ছল' করি'। তাঁরে দেখি' নৃত্যগীতে মগ্ন গৌরহরি।। শ্রীদাসগোস্বামী আদি পরামর্শ করি'। শ্রীবিঠ্ঠলেশ্বরে কৈলা সেবা-অধিকারী।। পিতা শ্রীবল্লভ-ভট্ট তাঁর অদর্শনে। কতদিন মথুরায় ছিলেন নির্জ্জনে।।"

শ্রীবল্লভভট্টের দুই পুত্র—জ্যেষ্ঠ 'গোপীনাথ' ১৪৩২ শকাব্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং কনিষ্ঠ 'বিঠ্ঠলনাথ' ১৪৩৭ শকে জন্মগ্রহণ করিয়া ১৫০৭ শকাব্দায় পরলোক গমন করেন। বিঠ্ঠলের সপ্ত পুত্র—গিরিধর, গোবিন্দ, বালকৃষ্ণ, গোকুলেশ, রঘুনাথ, যদুনাথ ও ঘনশ্যাম। বিঠ্ঠল পিতার অসমাপ্ত অবশিষ্ট ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্য, 'সুবোধিনী'-টিপ্পনী, 'বিদ্বন্মণ্ডন', 'শৃঙ্গাররসমণ্ডন", 'ন্যাসাদেশ-বিবরণ' প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করেন। "পূর্ণ-সপ্ততিবর্ষাণি দিনান্যষ্টৌ চ বিংশতিঃ। বসুধায়াং ব্যরাজন্ত শ্রীমদ্বিঠ্ঠল-দীক্ষিতাঃ।।"

শ্রীমহাপ্রভু বল্লভপুত্র বিঠ্ঠলের জন্মের পূর্ব্ববর্ষে বা তৎ-

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৫২। লঘু-হরিদাস—অনেক বৈষ্ণবদিগের নাম 'হরিদাস' থাকিত। এইজন্য 'লঘু', 'মধ্যম' ইত্যাদি 'বিশেষণ' হরিদাস-দিগের নামে অপর বৈষ্ণবগণ প্রয়োগ করিতেন। মহাপ্রভুর সময় যে 'লঘু-হরিদাস' (ছোট-হরিদাস) ছিলেন, তিনি প্রয়াগে দেহ-ত্যাগ করেন ; এই 'লঘু-হরিদাস'—অন্য একজন।

অনুভাষ্য

পূর্ব্ববর্ষে শ্রীবৃন্দাবনে গমন করেন। শ্রীরূপ-গোস্বামীর বৃদ্ধবয়সে শ্রীগোপাল বল্লভ-তনয় বিঠ্ঠলনাথের মথুরার আবাসে একমাস-কাল ছিলেন।

৪৯। লোকনাথ—শ্রীমহাপ্রভুর নিতান্ত বিরক্ত মহাভাগবত পার্ষদ-গোস্বামী। যশোহরের অন্তর্গত 'তালখড়ি'-গ্রামে পূর্ব্ব-নিবাস ছিল ; তৎপূর্ব্বে কাচনাপাড়ায় নিবাস ছিল। ইঁহার পিতার নাম—পদ্মনাভ ; একমাত্র অনুজ—'প্রগল্ভ'। প্রভুর আজ্ঞায় ইনি ব্রজবাস করিয়া ভজন করেন এবং একমাত্র শ্রীনরোত্তম-ঠাকুর মহাশয়কে দীক্ষা প্রদান করেন। বোধ হয়, অতিদৈন্য-বশতঃ নিজ-চরিত্র-বর্ণন করিতে নিষেধ করিয়া থাকিবেন, তজ্জন্য তাঁহার চরিত্র চরিতামৃতে বিশেষভাবে উল্লিখিত হয় নাই। ই, বি, আর, লাইনে 'যশোহর' ষ্টেশন, তথা হইতে মোটরে সোনাখালি, তথা হইতে খেজুরা, তথা হইতে পদব্রজে এবং বর্ষাকালে নৌকাপথে 'তালখড়ি' যাইতে হয়। ইঁহার সহোদর-ভ্রাতৃবংশ্যগণ "তালখড়ির ভট্টাচার্য্য"-নামে সামাজিক পদ-মর্য্যাদায় বিশেষ সম্মানিত। ভ্রাতৃবংশ-বিবরণ—বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি ৪র্থ সংখ্যায় দ্রষ্টব্য।

৪৯-৫২। ভক্তিরত্নাকরে ষষ্ঠ তরঙ্গে—"গোস্বামী গোপাল-ভট্ট অতি দয়াময়। ভূগর্ভ, শ্রীলোকনাথ—গুণের আলয়।। শ্রীমাধব, শ্রীপরমানন্দ-ভট্টাচার্য্য। শ্রীমধু-পণ্ডিত—যাঁর চরিত্র

এই সব মুখ্যভক্ত লঞা নিজ-সঙ্গে ।
শ্রীগোপাল দরশন কৈলা বহু-রঙ্গে ॥ ৫৩ ॥

মাসান্তে গোপালের সহিত শ্রীরূপের স্ব-স্ব-স্থানে প্রত্যাবর্ত্তন ঃ—

একমাস রহি' গোপাল গেলা নিজ-স্থানে ।
শ্রীরূপ-গোসাঞি আইলা শ্রীবৃন্দাবনে ॥ ৫৪ ॥

মহাপ্রভুর কাম্যবনে আগমন ঃ—

প্রস্তাবে কহিলুঁ গোপাল-কৃপার আখ্যান ।
তবে মহাপ্রভু গেলা 'শ্রীকাম্যবন' ॥ ৫৫ ॥

বৃন্দাবনে সব লীলাস্থল-দর্শন ঃ—

প্রভুর গমন-রীতি পূর্ব্বে যে লিখিল ।
সেইমত বৃন্দাবনে তাবৎ দেখিল ॥ ৫৬ ॥

বৃন্দাবন হইতে নন্দীশ্বরে নন্দালয়-দর্শন ও প্রেমবিহ্বলতা ঃ—

তাঁহা লীলাস্থলী দেখি' গেলা 'নন্দীশ্বর' ।
'নন্দীশ্বর' দেখি' প্রেমে হইলা বিহ্বল ॥ ৫৭ ॥

পাবন-সরোবরে স্নান, বিগ্রহ-সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা ঃ—

'পাবনাদি' সব কুণ্ডে স্নান করিয়া ।
লোকেরে পুছিল, পর্ব্বত-উপরে যাঞা ॥ ৫৮ ॥

লোকের নিকট গোফাস্থ নন্দ, যশোদা ও কৃষ্ণমূর্ত্তির অবস্থান-বার্ত্তা-শ্রবণ ঃ—

"কিছু দেবমূর্ত্তি হয় পর্ব্বত-উপরে ?"
লোক কহে,—"মূর্ত্তি হয় গোফার ভিতরে ॥ ৫৯ ॥

দুইদিকে মাতা-পিতা পুষ্ট-কলেবর ।
মধ্যে এক শিশু' হয় ত্রিভঙ্গসুন্দর ॥" ৬০ ॥

শুনি' মহাপ্রভু মনে আনন্দ পাঞা ।
'তিন' মূর্ত্তি দেখিলা সেই গোফা উঘাড়িয়া ॥ ৬১ ॥

প্রভুর নন্দ-যশোদা-বন্দন ও কৃষ্ণস্পর্শন ঃ—

ব্রজেন্দ্র-ব্রজেশ্বরীর কৈল চরণ বন্দন ।
প্রেমাবেশে কৃষ্ণের কৈল সর্ব্বাঙ্গ-স্পর্শন ॥ ৬২ ॥

সমস্তদিন নৃত্য-গীতান্তে খদিরবনে আগমন ঃ—

সব দিন প্রেমাবেশে নৃত্য-গীত কৈলা ।
তাঁহা হৈতে মহাপ্রভু 'খদির-বন' আইলা ॥ ৬৩ ॥

শেষশায়ী কৃষ্ণ ও লক্ষ্মী-দর্শন ঃ—

লীলাস্থল দেখি' তাঁহা গেলা 'শেষশায়ী' ।
'লক্ষ্মী' দেখি' এই শ্লোক পড়েন গোসাঞি ॥ ৬৪ ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৩১।১৯)—

যত্তে সুজাতচরণাম্বুরুহং স্তনেষু
ভীতাঃ শনৈঃ প্রিয় দধীমহি কর্কশেষু ।
তেনাটবীমটসি তদ্ব্যথতে ন কিংস্বিৎ
কূর্পাদিভির্ভ্রমতি ধীর্ভবদায়ুষাং নঃ ॥ ৬৫ ॥

খেলাতীর্থ, ভাণ্ডীরবন ও ভদ্রবনে আগমন ঃ—

তবে 'খেলা-তীর্থ' দেখি' 'ভাণ্ডীরবন' আইলা ।
যমুনা পার হঞা 'ভদ্রবন' গেলা ॥ ৬৬ ॥

অনুভাষ্য

আশ্চর্য্য।। প্রেমী কৃষ্ণদাস, কৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী। যাদব আচার্য্য, নারায়ণ কৃপাবান্। শ্রীপুণ্ডরীকাক্ষ-গোসাঞি, গোবিন্দ, ঈশান।। শ্রীগোবিন্দ, বাণীকৃষ্ণদাস অত্যুদার। শ্রীউদ্ধব—মধ্যে মধ্যে গৌড়ে গতি যাঁর।। দ্বিজ-হরিদাস, কৃষ্ণদাস কবিরাজ।। শ্রীগোপালদাস যাঁর অলৌকিক কায।। শ্রীগোপাল, মাধবাদি যতেক বৈষ্ণব।"

৫৫। কাম্যবন—আদি-বারাহে—"চতুর্থং কাম্যকবনং বনানাং বনমুত্তমম্। তত্র গত্বা নরো দেবি মম লোকে মহীয়তে।।" ভক্তিরত্নাকরে পঞ্চম তরঙ্গে—"এই কাম্যবনে কৃষ্ণলীলা মনোহর। করিবে দর্শন স্থান কুণ্ড বহুতর।। কাম্যবনে যত তীর্থ লেখা নাহি তার।।"

৫৭। নন্দীশ্বর—নন্দালয় ; ভঃ রঃ ৫ম তঃ—"দেখ নন্দীশ্বর চতুর্দ্দিকে কুণ্ডবন। কৃষ্ণবিলাসের স্থান ভুবনপাবন।।"

৫৮-৬২। পাবন-সরোবর—মথুরা-মাহাত্ম্যে—"পাবনে সরসি স্নাত্বা কৃষ্ণং নন্দীশ্বরে গিরৌ। দৃষ্ট্বা নন্দং যশোদাঞ্চ সর্ব্বাভীষ্টম-বাপ্নুয়াৎ।।"* (ভঃ রঃ ঐ) "এ পাবন সরোবর কৃষ্ণপ্রিয় অতি।।" ভঃ রঃ ৫ম তঃ—"পর্ব্বত-উপরে দেখ পুত্রের সহিতে। শ্রীনন্দযশোদা শোভে অপূর্ব্ব-গোফাতে।। ওহে শ্রীনিবাস, এথা শ্রীচৈতন্যরায়। করিতে দর্শন গিয়া প্রবেশে গোফায়।। শ্রীনন্দ-যশোদা—দুইদিকে দুইজন। মধ্যে কৃষ্ণচন্দ্রে দেখি' প্রফুল্ল নয়ন।। শ্রীনন্দ-যশোদার চরণ বন্দিয়া। কৃষ্ণের সর্ব্বাঙ্গ স্পর্শে উল্লসিত হঞা।। প্রেমের আবেশে নৃত্য-গীত আরম্ভিল।।"

৬৩। খদিরবন—"সপ্তমন্তু বনং ভূমৌ খদিরং লোক-বিশ্রুতম্।।" ভঃ রঃ ৫ম তঃ—"দেখহ খদির বন বিদিত জগতে। বিষ্ণু-লোকপ্রাপ্তি এথা গমন-মাত্রেতে।।"

৬৪। শেষশায়ী—ভঃ রঃ ৫ম তঃ—এই 'শেষশায়ী' ক্ষীরসমুদ্র এথাতে। কৌতুকে শুইলা কৃষ্ণ অনন্তশয্যাতে।। এই শেষশায়ি-মূর্ত্তি দর্শন করিতে। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্র আইলা এথাতে।। করিয়া দর্শন, মহাকৌতুক বাড়িল। সে-প্রেমাবেশে প্রভু অধৈর্য্য হইল।।"

৬৫। আদি, ৪র্থ পঃ ১৭৩ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

৬৬। খেলাতীর্থ—ভঃ রঃ ৫ম তরঙ্গে—"দেখহ খেলনবন, এথা দুই ভাই। সখাসহ খেলে ভক্ষণের চেষ্টা নাই।। মায়ের

** পাবন-সরোবরে স্নান করিয়া নন্দীশ্বর পর্ব্বতে (বিরাজমান্) শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীনন্দমহারাজ ও শ্রীযশোমতী মাতাকে দর্শন করিলে সর্ব্বাভীষ্ট লাভ হয়।*

শ্রীবন, লোহবন ও কৃষ্ণজন্মভূমি গোকুল দর্শন ঃ—

'শ্রীবন' দেখি' পুনঃ গেলা 'লোহ-বন'।
'মহাবন' গিয়া কৈলা জন্মস্থান-দরশন ॥ ৬৭ ॥

যমলার্জ্জুন-ভঞ্জনস্থল-দর্শনে প্রেমাবেশ ঃ—

যমলার্জ্জুনভঙ্গাদি দেখিল সেই 'স্থল'।
প্রেমাবেশে প্রভুর মন হৈল টলমল ॥ ৬৮ ॥

অতঃপর মথুরায় যোগপীঠ-দর্শন ও মাধবপুরী-শিষ্যগৃহে অবস্থান ঃ—

'গোকুল' দেখিয়া আইলা 'মথুরা'-নগরে।
'জন্মস্থান' দেখি' রহে সেই বিপ্র-ঘরে ॥ ৬৯ ॥

জনসঙ্ঘহেতু তথা হইতে অক্রূরতীর্থে অবস্থান ঃ—

লোকের সংঘট্ট দেখি' মথুরা ছাড়িয়া।
একান্তে 'অক্রূর-তীর্থে' রহিলা আসিয়া ॥ ৭০ ॥

বৃন্দাবন-দর্শনে আগমন এবং কালীয়হ্রদ ও প্রস্কন্দন-ক্ষেত্রে স্নান ঃ—

আর দিন আইলা প্রভু দেখিতে বৃন্দাবন।
'কালীয়-হ্রদে' স্নান কৈলা আর প্রস্কন্দন ॥ ৭১ ॥

দ্বাদশাদিত্য হইতে কেশীতীর্থে রাসস্থলী-দর্শনে মূর্চ্ছা ঃ—

'দ্বাদশ-আদিত্য' হৈতে 'কেশীতীর্থে' আইলা।
রাসস্থলী দেখি' প্রেমে মূর্চ্ছিত হইলা ॥ ৭২ ॥

সমস্তদিন প্রেমাবিষ্ট প্রভুর বাতুল-চেষ্টা ঃ—

চেতন পাঞা পুনঃ গড়াগড়ি যায়।
হাসে, কান্দে, নাচে, পড়ে, উচ্চৈঃস্বরে গায় ॥ ৭৩ ॥

তথা হইতে সন্ধ্যায় অক্রূর-তীর্থে আসিয়া ভোজন ঃ—

এইরঙ্গে সেইদিন তথা গোঙাইলা।
সন্ধ্যাকালে 'অক্রূরে আসি' ভিক্ষা নির্ব্বাহিলা ॥ ৭৪ ॥

অনুভাষ্য

যত্নেতে ভুঞ্জে কৃষ্ণ-বলরাম। এ খেলনবটের শ্রীখেলাতীর্থ নাম।।"

ভাণ্ডীরবন—ভঃ রঃ ৫ম তঃ—"চলয়ে ভাণ্ডীর-পথে উল্লাস অন্তরে। এবে লোক কহয় 'অক্ষয়বট' তারে।। বলরাম কৌতুকে প্রলম্ববধ কৈলা। সখাসহ ভাণ্ডীরে কৃষ্ণের নানা লীলা।।" স্তবাবলীতে ব্রজবিলাস-স্তবে—'মল্লীকৃত্য নিজাঃ সখীঃ প্রিয়তমাগর্ব্বেণ সম্ভাবিতা মল্লীভূয় মদীশ্বরী রসময়ী মল্লত্বমুৎকণ্ঠয়া। যস্মিন্ সম্যগুপেয়ুষা বকভিদা রাধানিযোদ্ধুং মুদা কুর্ব্বাণা মদনস্য তোষমতনোদ্ভাণ্ডীরকং তং ভজে।।"*

ভদ্রবন—"অস্তি ভদ্রবনং নাম ষষ্ঠঞ্চ বনমুত্তমম্।" (ভঃ রঃ ঐ)—"কৃষ্ণপ্রিয় হয় ভদ্রবন-গমনেতে।"

৬৭। শ্রীবন,—"বনং বিল্ববনং নাম দশমং দেবপূজিতম্।" (ভঃ রঃ ঐ) "দেবতা-পূজিত বিল্ববন শোভাময়।"

লোহবন—"লোহজঙ্ঘ-বনং নাম লোহজঙ্ঘেন রক্ষিতম্। নবমন্তু বনং দেবি সর্ব্বপাতকনাশনম্।।" (ভঃ রঃ ৫ম তঃ)—"লোহবনে কৃষ্ণের অদ্ভুত গো-চারণ। এথা লোহজঙ্ঘাসুরে বধে ভগবান্।।"

মহাবন—"মহাবনং চাষ্টমন্তু সদৈব তু মম প্রিয়ম্।" (ভঃ রঃ ৫ম তঃ)—"দেখ, নন্দ-যশোদা-আলয় মহাবনে। ** এই দেখ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের জন্মস্থল। ** শ্রীগোকুল, মহাবন—দুই 'এক' হয়।।"

৬৮। যমলার্জ্জুন—"যমলার্জ্জুনতীর্থঞ্চ কুণ্ডং তত্র চ বর্ত্ততে।" (ভঃ রঃ ৫ম তঃ)—"এই যমলার্জ্জুন-ভঞ্জন তীর্থস্থল। এথা উদূখলে কৃষ্ণে যশোদা বাঁধিলা। বন্ধন-স্বীকার কৃষ্ণ কৌতুকে করিলা।।"

৭০। অক্রূরতীর্থ—"অক্রূরতীর্থমত্যর্থমস্তি প্রিয়বরং হরেঃ। তীর্থরাজঃ হি চাক্রূরং গুহ্যানাং গুহ্যমুত্তমম্।।" (ভঃ রঃ ৫ম তঃ)—"দেখ, শ্রীনিবাস, এই অক্রূর গ্রামেতে। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-প্রভু ছিলেন নিভৃতে।।"

৭১। বৃন্দাবন—"অহো বৃন্দাবনং রম্যং যত্র গোবর্দ্ধনো গিরিঃ।" "বৃন্দাবনং দ্বাদশমং বৃন্দয়া পরিরক্ষিতম্।।" (ভঃ রঃ ৫ম তঃ)—"কৃষ্ণের পরমপ্রিয় ধাম-বৃন্দাবন। কৃষ্ণদেহরূপ 'পঞ্চ-যোজন' এই বন। ** বৃন্দাবন—ষোলক্রোশ, লোকে ইহা প্রচার।।"

কালীয়হ্রদ—"কালীয়হ্রদপূর্ব্বেণ কদম্বো মহিতো দ্রুমঃ। ততঃ কালীয়তীর্থাখ্যং তীর্থমঘবিনাশনম্।। অনৃত্যদ্‌যত্র ভগবান্ বালঃ কালীয়-মস্তকে।।" (ভঃ রঃ ৫ম তঃ)—"এ কালীয়-তীর্থ পাপ বিনাশয়। কালীয়-তীর্থস্থানে বহু কার্য্যসিদ্ধি হয়।।"

প্রস্কন্দন—"ক্ষেত্রং প্রস্কন্দনং নাম সর্ব্বপাপহরং শুভম্। তস্মিন্ স্নাতস্তু মনুজঃ সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে।।" (ভঃ রঃ ৫ম তঃ)—"দেখ 'প্রস্কন্দন'-ক্ষেত্র—স্নানে পাপ যায়। প্রাণত্যাগ হইলেই বিষ্ণুলোক পায়।। ওহে শ্রীনিবাস, সূর্য্যগণের তাপেতে। দূরে গেল শীত, ঘর্ম্ম হইল দেহেতে।। সেই ঘর্ম্মজল সূর্য্যকন্যায় মিলিল। এই হেতু 'প্রস্কন্দন'-নাম তীর্থ হৈল।। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যাভিন্ন শ্রীঅদ্বৈত ঈশ্বর। কতদিন ছিলা এই বনের ভিতর।।"

৭২। দ্বাদশ-আদিত্য—"দ্বাদশাদিত্য-তীর্থাখ্যং তীর্থং

** আমার অধীশ্বরী রসময়ী শ্রীরাধা গর্ব্বান্বিতা হইয়া মল্লযুদ্ধের জন্য উৎকণ্ঠা-সহকারে স্বয়ং মল্লবেশে সজ্জিতা হইয়া এবং নিজ প্রিয়তমা সখীগণকে মল্লবেশে সজ্জিত করিয়া যেস্থানে সমুপস্থিত বকারি শ্রীকৃষ্ণের সহিত আনন্দভরে মল্লযুদ্ধ করিয়া মদনের আনন্দবর্দ্ধন করিয়াছিলেন, আমি সেই 'ভাণ্ডীরক'-বনকে ভজনা করি।*

প্রাতে চীরঘাটে স্নান, তেঁতুলতলায় বিশ্রাম ঃ—

প্রাতে বৃন্দাবনে কৈলা 'চীরঘাটে' স্নান ।
তেঁতুলি-তলাতে আসি' করিলা বিশ্রাম ॥ ৭৫ ॥

দ্বাপরযুগের তেঁতুলবৃক্ষ ঃ—

কৃষ্ণলীলা-কালের সেই বৃক্ষ পুরাতন ।
তার তলে পিঁড়ি-বান্ধা পরম-চিক্কণ ॥ ৭৬ ॥

তৎসমীপেই যমুনা-প্রবাহ ঃ—

নিকটে যমুনা বহে শীতল সমীর ।
বৃন্দাবন-শোভা দেখে যমুনার নীর ॥ ৭৭ ॥

তেঁতুলবৃক্ষতলে বসিয়া প্রভুর নামসঙ্কীর্ত্তন, মধ্যাহ্নে অক্রূরতীর্থে আসিয়া ভোজন ঃ—

তেঁতুল-তলে বসি' করেন নাম-সঙ্কীর্ত্তন ।
মধ্যাহ্ন করি' আসি' করে 'অক্রূরে' ভোজন ॥ ৭৮ ॥

অক্রূরতীর্থবাসীর প্রভুদর্শনে আগমন ও প্রভুর নির্জ্জন-ভজনে সংখ্যা নাম-কীর্ত্তন-ব্যাঘাত ঃ—

'অক্রূরের লোক আইসে প্রভুরে দেখিতে ।
লোক-ভিড়ে স্বচ্ছন্দে নারে 'কীর্ত্তন' করিতে ॥ ৭৯ ॥

প্রভুর মধ্যাহ্ন পর্য্যন্ত নির্জ্জনে সংখ্যা-নামকীর্ত্তন ঃ—

বৃন্দাবনে আসি' প্রভু বসিয়া একান্ত ।
নামসঙ্কীর্ত্তন করে মধ্যাহ্ন-পর্য্যন্ত ॥ ৮০ ॥

মধ্যাহ্নের পর লোকের প্রভুদর্শন-সুযোগ ও প্রভুর সকলকে নামকীর্ত্তনোপদেশ ঃ—

তৃতীয়-প্রহরে লোক পায় দরশন ।
সবারে উপদেশ করে 'নামসঙ্কীর্ত্তন' ॥ ৮১ ॥

তথায় প্রভুকে দেখিয়া রাজপুত-কৃষ্ণদাসের আগমন ঃ—

হেনকালে আইল বৈষ্ণব 'কৃষ্ণদাস' নাম ।
রাজপুত-জাতি, গৃহস্থ, যমুনা-পারে গ্রাম ॥ ৮২ ॥
'কেশী' স্নান করি' সেই 'কালীয়দহ' যাইতে ।
আম্লি-তলায় গোসাঞিরে দেখে আচম্বিতে ॥ ৮৩ ॥

প্রভুদর্শনে কৃষ্ণদাসের চমৎকার ঃ—

প্রভুর রূপ-প্রেম দেখি' হইল চমৎকার ।
প্রেমাবেশে প্রভুরে করেন নমস্কার ॥ ৮৪ ॥

প্রভুর তৎপরিচয়-জিজ্ঞাসা ও কৃষ্ণদাসের সদৈন্যে নিজ-পরিচয়-দান ঃ—

প্রভু কহে,—"কে তুমি, কাঁহা তোমার ঘর?"
কৃষ্ণদাস কহে,—"মুঞি গৃহস্থ পামর ॥ ৮৫ ॥
রাজপুত-জাতি মুঞি, ও-পারে মোর ঘর ।
মোর ইচ্ছা হয়,—হঙ বৈষ্ণব-কিঙ্কর ॥ ৮৬ ॥

প্রভুদর্শনে স্বীয় স্বপ্ন-দর্শন-সাফল্য-বর্ণন ঃ—

কিন্তু আজি এক মুঞি 'স্বপ্ন' দেখিনু ।
সেই স্বপ্ন পরতেক তোমা আসি' পাইনু ॥" ৮৭ ॥

প্রভুর তাঁহাকে কৃপা, কৃষ্ণদাসের প্রেম ঃ—

প্রভু তাঁরে কৃপা কৈলা আলিঙ্গন করি' ।
প্রেমে মত্ত হৈল সেই, নাচে, বলে 'হরি' ॥ ৮৮ ॥

প্রভুসঙ্গে আসিয়া প্রভূচ্ছিষ্টলাভ ঃ—

প্রভু-সঙ্গে মধ্যাহ্নে অক্রূর-তীর্থে আইলা ।
প্রভুর অবশিষ্ট পাত্র-প্রসাদ পাইলা ॥ ৮৯ ॥

তদবধি কৃষ্ণদাস—প্রভুর কমণ্ডলু-বাহক ও নিত্যসঙ্গী ঃ—

প্রাতে প্রভুসঙ্গে আইলা জলপাত্র লঞা ।
প্রভু-সঙ্গে রহে গৃহ-স্ত্রী-পুত্র ছাড়িয়া ॥ ৯০ ॥

বৃন্দাবনে কৃষ্ণপ্রাকট্যের জনরব ঃ—

বৃন্দাবনে পুনঃ 'কৃষ্ণ' প্রকট হইল ।
যাঁহা তাঁহা লোক সব কহিতে লাগিল ॥ ৯১ ॥

একদিন বৃন্দাবন হইতে বহুলোকের প্রভুসমীপে আগমন ঃ—

একদিন অক্রূরেতে লোক প্রাতঃকালে ।
বৃন্দাবন হৈতে আইসে করি' কোলাহলে ॥ ৯২ ॥

প্রভুকর্ত্তৃক তাহাদিগের আগমন-কারণ-জিজ্ঞাসা ঃ—

প্রভু দেখি' করিল লোক চরণ বন্দন ।
প্রভু কহে,—"কাঁহা হৈতে করিলা আগমন??" ৯৩ ॥

কৃষ্ণপ্রাকট্য-জনরব ; মূঢ়লোকের বিবর্ত্ত-ভ্রম ঃ—

লোকে কহে,—"কৃষ্ণ প্রকট কালীয়দহের জলে!
কালীয়-শিরে নৃত্য করে, ফণি-রত্ন জ্বলে ॥" ৯৪ ॥

প্রভুদর্শনই কৃষ্ণদর্শন ; তথাপি প্রভুর কৌতুক-হাস্য ঃ—

সাক্ষাৎ দেখিল লোক—নাহিক সংশয় ।
শুনি' হাসি' কহে প্রভু,—সব 'সত্য' হয় ॥ ৯৫ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৭৫। তেঁতুলি-তলাতে—এইস্থানকে এক্ষণে 'আম্লিতলা' বলে।

অনুভাষ্য

তদনুপাবনম্। তস্য দর্শনমাত্রেণ নৃণামঘো বিনশ্যতি।।" (ভঃ রঃ ঐ)—"দেখহ দ্বাদশাদিত্য তীর্থ এইখানে।।"

অনুভাষ্য

কেশীতীর্থ,—আদি-বারাহে—"গঙ্গা শতগুণং পুণ্যং যত্র কেশী নিপাতিতঃ।" (ভঃ রঃ ঐ)—"কেশীবধ কৈল কৃষ্ণ পরম-কৌতুকে।।"

৮৭। পরতেক—'প্রত্যক্ষ', 'সাক্ষাৎ'।

তিনদিন যাবৎ সকলের কৃষ্ণদর্শনলাভ বর্ণন ঃ—

এইমত তিন রাত্রি লোকের গমন ।
সবে আসি' কহে,—'কৃষ্ণ পাইলুঁ দরশন ॥' ৯৬ ॥

সরস্বতীকর্ত্তৃক ঐ বাক্যের সত্যতা-স্থাপন ঃ—

প্রভু-আগে কহে লোক,—'শ্রীকৃষ্ণ দেখিল ।'
'সরস্বতী' এই বাক্যে 'সত্য' কহিল ॥ ৯৭ ॥

প্রভুদর্শনেই লোকের কৃষ্ণদর্শন 'সত্য' হইলেও প্রকৃতপক্ষে তাহাদের বর্ণন ও উদ্দেশ্য—বিবর্ত্তাশ্রিত ঃ—

মহাপ্রভু দেখি' 'সত্য' কৃষ্ণ-দরশন ।
নিজ-জ্ঞানে সত্য ছাড়ি' 'অসত্যে সত্য ভ্রম' ॥ ৯৮ ॥

সরলবুদ্ধি ভট্টের বিবর্ত্ত-ভ্রম ঃ—

ভট্টাচার্য্য তবে কহে প্রভুর চরণে ।
"আজ্ঞা দেহ', যাই' করি কৃষ্ণ-দরশনে !!" ৯৯ ॥

প্রভুকর্ত্তৃক তাঁহার ভ্রম-নিরসন ঃ—

তবে তাঁরে কহে প্রভু চাপড় মারিয়া ।
"মূর্খের বাক্যে 'মূর্খ' হৈলা পণ্ডিত হঞা ॥ ১০০ ॥

স্বয়ং কৃষ্ণ হইয়াও ভট্টকে আত্মগোপন, অথচ সরলবুদ্ধি ভট্টকে বিবর্ত্ত-কবল হইতে উদ্ধার ঃ—

কৃষ্ণ কেনে দরশন দিবেন কলিকালে ?
নিজ-ভ্রমে মূর্খ লোক করে কোলাহলে ॥ ১০১ ॥

মায়া-মুগ্ধ অচিতে চিদ্বুদ্ধি বা চিদারোপকারী মূর্খ বিবর্ত্তবাদীই 'বাউল' ঃ—

'বাতুল' না হইও, ঘরে রহত বসিয়া ।
'কৃষ্ণ' দরশন করিহ কালি রাত্র্যে যাঞা ॥" ১০২ ॥

প্রাতে সমাগত শিষ্ট লোককে কৃষ্ণদর্শনকথা-জিজ্ঞাসা ঃ—

প্রাতঃকালে ভব্য-লোক প্রভু-স্থানে আইলা ।
"কৃষ্ণ দেখি' আইলা ?"—প্রভু তাঁহারে পুছিলা ॥১০৩॥

সেই লোকের প্রকৃত-তথ্য-বর্ণন ঃ—

লোক কহে,—"রাত্র্যে কৈবর্ত্ত নৌকাতে চড়িয়া ।
কালীয়দহে মৎস্য মারে, দেউটী জ্বালিয়া ॥ ১০৪ ॥
দূর হৈতে তাহা দেখি' লোকের হয় ভ্রম ।
'কালীয়ের শরীরে কৃষ্ণ করিছে নর্ত্তন ॥' ১০৫ ॥

মূঢ়লোকের বিবর্ত্ত-বুদ্ধি ঃ—

নৌকাতে কালীয়-জ্ঞান, দীপে রত্ন-জ্ঞানে !
জালিয়ারে মূঢ়-লোক 'কৃষ্ণ' করি' মানে !!" ১০৬ ॥

পক্ষান্তরে জনরবের ও লোকের কৃষ্ণদর্শন-ক্রিয়ারও সত্যতা ঃ—

বৃন্দাবনে 'কৃষ্ণ' আইলা,—সেহ 'সত্য' হয় ।
কৃষ্ণেরে দেখিল লোক,—ইহা 'মিথ্যা' নয় ॥ ১০৭ ॥

কিন্তু প্রকৃতপক্ষে প্রতীতি-বৈষম্যেই বিবর্ত্ত-ভ্রমোদয় ঃ—

কিন্তু কাহোঁ 'কৃষ্ণ' দেখে, কাহোঁ 'ভ্রম' মানে ।
স্থাণু-পুরুষে যৈছে বিপরীত-জ্ঞানে ॥ ১০৮ ॥

প্রভুর কৃষ্ণদর্শন-প্রাপ্তি-সংবাদ-জিজ্ঞাসা, প্রভুদর্শনে লব্ধসুকৃতি লোকের নারায়ণ-বুদ্ধি ঃ—

প্রভু কহে,—"কাঁহা পাইলা 'কৃষ্ণ-দরশন ?' '
লোক কহে,—"সন্ন্যাসী তুমি জঙ্গম-নারায়ণ ॥ ১০৯ ॥
বৃন্দাবনে হইলা তুমি কৃষ্ণ-অবতার ।
তোমা দেখি' সর্ব্বলোক হইলা নিস্তার ॥" ১১০ ॥

প্রভুর লোকশিক্ষা,—জীব 'কৃষ্ণ' নহে, সুতরাং জীবে কৃষ্ণবুদ্ধি নিষিদ্ধ ঃ—

প্রভু কহে,—" 'বিষ্ণু' 'বিষ্ণু' ইহা না কহিবা !
জীবাধমে 'কৃষ্ণ'-জ্ঞান কভু না করিবা !! ১১১ ॥

জীবে ও কৃষ্ণে ভেদ-বর্ণন ঃ—

সন্ন্যাসী—চিৎকণ জীব, কিরণ-কণ-সম ।
ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ কৃষ্ণ হয় সূর্য্যোপম ॥ ১১২ ॥
জীব, ঈশ্বর-তত্ত্ব—কভু নহে 'সম' ।
জ্বলদগ্নিরাশি যৈছে স্ফুলিঙ্গের 'কণ' ॥ ১১৩ ॥

কৃষ্ণ—'ঈশ্বর', জীব—তদীয় 'বশ্য' ঃ—
ভগবৎসন্দর্ভে ধৃত সর্ব্বজ্ঞসূক্ত-বাক্য বা ভাঃ ১।৭।৬ শ্লোকের টীকায় শ্রীধরস্বামীর উদ্ধৃত শ্রীবিষ্ণুস্বামি-বাক্য—

হ্লাদিন্যা সংবিদাশ্লিষ্টঃ সচ্চিদানন্দ ঈশ্বরঃ ।
স্বাবিদ্যা-সংবৃতো জীবঃ সংক্লেশনিকরাকরঃ ॥ ১১৪ ॥

অনুভাষ্য

১০৯। জঙ্গম-নারায়ণ,—চলচ্ছক্তিবিশিষ্ট নারায়ণ ; "দণ্ড-গ্রহণ-মাত্রেণ নরো নারায়ণো ভবেৎ"—দণ্ডিগণকে কেবলাদ্বৈত-মায়াবাদিগণ 'ওঁ নমো নারায়ণায়" বলিয়া সম্ভাষণ করেন। কিন্তু জীব,—মুক্ত ও বদ্ধ, সর্ব্বাবস্থাতেই—মায়াধীশ পরমেশ্বর নারায়ণের 'নিত্যবশ্য' বলিয়া কখনও নারায়ণ-শব্দ-বাচ্য হইতে পারেন না ; যিনি জীবকে বিষ্ণুর সহিত সমান বা এক বলেন বা জ্ঞান করেন, তিনি—মায়াবাদী অপরাধী।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১০৬-১০৮। স্থাণু—পল্লব রহিত বৃক্ষ ; কিছু দূরে পল্লবহীন বৃক্ষকে দেখিয়া 'একটী পুরুষ আসিতেছে' বলিয়া বিপরীত জ্ঞান হয়। ব্রজবাসিদিগেরও সেইরূপ জালিয়ার নৌকাতে কালীয়-জ্ঞান, তাহার উপর দীপকে রত্ন-জ্ঞান এবং মৎস্যধারী জালিয়াকে কৃষ্ণজ্ঞান-রূপ 'ভ্রম' উদিত হইয়াছিল।

১১২-১১৩। মায়াবাদী সন্ন্যাসিগণ আপনাকে 'ব্রহ্ম' বলিয়া, মুখে 'নারায়ণ' 'নারায়ণ' বলিয়া থাকেন। স্মার্ত্তপ্রথায়—গৃহস্থ

জীব ও নারায়ণে সম-জ্ঞানই পাষণ্ডতা ঃ—

যেই মূঢ় কহে,—জীব ঈশ্বর হয় 'সম'।
সেইত 'পাষণ্ডী' হয়, দণ্ডে তারে যম ॥" ১১৫ ॥

শাস্ত্র-প্রমাণ

বৈষ্ণবতন্ত্র-বাক্য, পাদ্মোত্তর-খণ্ডে (২৩।১২) ও হরিভক্তিবিলাসে (১।৭৩)—

যস্তু নারায়ণং দেবং ব্রহ্মরুদ্রাদিদৈবতৈঃ।
সমত্বেনৈব বীক্ষেত স পাষণ্ডী ভবেদ্ধ্রুবম্ ॥ ১১৬ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

ব্রাহ্মণ প্রভৃতি সকলেই সেই সন্ন্যাসীকে দেখিলে 'নারায়ণ'-জ্ঞানে প্রণাম করিয়া থাকেন। এই ভ্রম-প্রথা নিবারণের জন্য মহাপ্রভু কহিলেন,—সন্ন্যাসী জীব বই আর কিছুই নয় ; তিনি কখনই ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ কৃষ্ণসূর্য্য-সম হইতে পারেন না। তিনি—চিৎকণ-মাত্র, অতএব জীব—কৃষ্ণসূর্য্যের কিরণ-কণ-সম ; তাঁহাকে কখনও 'নারায়ণ' বলিয়া প্রণাম করা উচিত নয়।

১১৪। ঈশ্বর—সর্ব্বদা সচ্চিদানন্দ এবং 'হ্লাদিনী' ও 'সম্বিৎ'-শক্তিদ্বারা আশ্লিষ্ট ; কিন্তু জীব সর্ব্বদাই স্বীয় (আরোপিত) অবিদ্যাদ্বারা সংবৃত, সুতরাং সংক্লেশ-সমূহের আকর।

১১৬। যিনি ব্রহ্ম-রুদ্রাদি দেবতার সহিত শ্রীনারায়ণকে 'সমান' করিয়া দেখেন, তিনি নিশ্চয়ই 'পাষণ্ডী'।

অনুভাষ্য

১১১-১১৩। আদি, ২য় পঃ ৯৬ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

১১৪। ঈশ্বরঃ (শ্রীকৃষ্ণঃ) সচ্চিদানন্দঃ (সন্ধিনীসম্বিৎ-হ্লাদিনী-শক্তিমান্) হ্লাদিন্যা (যয়া খলু ভগবান্ স্বরূপানন্দ-বিশেষী ভবতি, যয়ৈব তং তমানন্দমন্যানপ্যনুভাবয়তি, সা হ্লাদিনী শক্তিঃ তয়া) সংবিদা (অদ্বয়জ্ঞানস্বরূপভূতয়া চিচ্ছক্ত্যা) আশ্লিষ্টঃ (আলিঙ্গিতঃ) ; জীবঃ তু স্বাবিদ্যাসংবৃতঃ (স্বস্য আত্মনঃ ভগবতঃ বদ্ধজীবমোহিন্যা অবিদ্যয়া মায়য়া শক্ত্যা সম্যক্ আবৃতঃ সন্) সংক্লেশনিকরাকরঃ (সংক্লেশাঃ তু ত্রিবিধাঃ—"ক্লেশাস্ত পাপং তদ্বীজমবিদ্যা চেতি তে ত্রিধা' ইতি ন্যায়াৎ, তেষাং নিকরস্য পুঞ্জস্য আকরঃ খনিঃ।

১১৫। 'পাষণ্ডী'—আদি, ৩য় পঃ ৭৮ সংখ্যা দ্রষ্টব্য। মায়া-বশ জীব অথবা মায়িক জড়বস্তুর সহিত মায়াধীশ শুদ্ধসত্ত্ব-চেতন-বিগ্রহ শ্রীবিষ্ণুর সহিত 'এক' বা সমজ্ঞানকারীই 'পাষণ্ডী'।

লোকের প্রভুকে 'কৃষ্ণ' বলিয়া দৃঢ়বিশ্বাস ও স্তুতি ঃ—

লোক কহে,—"তোমাতে কভু নহে 'জীব'-মতি।
কৃষ্ণের সদৃশ তোমার আকৃতি-প্রকৃতি ॥ ১১৭ ॥
'আকৃত্যে' তোমারে দেখি' 'ব্রজেন্দ্রনন্দন'।
দেহকান্তি পীতাম্বর কৈল আচ্ছাদন ॥ ১১৮ ॥

প্রিয়ভক্তের নিকট ভগবৎস্বরূপের স্বতঃপ্রকাশ ঃ—

মৃগমদ বস্ত্রে বান্ধে, তবু না লুকায়।
'ঈশ্বর-স্বভাব' তোমার ঢাকা নাহি যায় ॥ ১১৯ ॥

অনুভাষ্য

শ্রীভক্তিসন্দর্ভ (২৬৫ সংখ্যায়)—'নামাপরাধ-বর্ণন-প্রসঙ্গে অন্যতম অপরাধ 'শ্রুতিশাস্ত্র-নিন্দন'-বর্ণনে—"যথা পাষণ্ড-মার্গেণ দত্তাত্রেয়র্ষভদেবোপাসকানাং পাষণ্ডিনাম্" ; পুনরায় অন্যতম অপরাধ 'অহং-মম-বুদ্ধি' বা 'দেহাত্মবুদ্ধি-বর্ণনে—"দেহ-দ্রবিণাদি-নিমিত্তক-'পাষণ্ড'-শব্দেন চ দশাপরাধা এব লক্ষ্যন্তে, পাষণ্ডময়ত্বাৎ তেষাম্" ; পুনরায় (২২৩ সংখ্যায়)—'উদ্দিশ্য দেবতা এব জুহোতি চ দদাতি চ। স পাষণ্ডীতি বিজ্ঞেয়ঃ স্বতন্ত্রো বাপি কর্ম্মসু।।' ইতি পাষণ্ডিত্বঞ্চ বৈষ্ণব-মার্গাদ্ভ্রষ্টত্বমিত্যর্থঃ।"* পুনরায় (১৭৯ সংখ্যায়)—'বিষ্ণুধর্ম্ম হইতে বিষ্ণুভক্ত উপরিচয়-বসুকর্ত্তৃক পাষণ্ডি-অসুরগণের উদ্ধার-সাধন-বৃত্তান্ত উল্লেখ করিয়া দৈত্যগুরু-শুক্রাদেশে পাষণ্ডিগণ-কর্ত্তৃক উপরিচর বসুকে পাষণ্ড-মার্গোপদেশ এবং তৎসত্ত্বেও তাঁহার অচ্যুতত্ব বর্ণিত, পুনরায় (১৫৩ সংখ্যায়)—হরিনামে অর্থবাদ ও বৈষ্ণবাপরাধ-বর্ণনে—"তাদৃশাপরাধে ভক্তিস্তম্ভশ্চ শ্রূয়তে। ** দেহাদিলোভার্থং যে পাষণ্ডা গুর্ব্ববজ্ঞাদি-দশাপরাধযুক্তাঃ" ইত্যাদি বহুস্থলে 'পাষণ্ড'-শব্দ ব্যবহৃত। ভাঃ ৪।২।২৮, ৩০, ৩২, ৫।৬।৯ এবং ১২।২।১৩, ৪৩ প্রভৃতি বহু শ্লোকে পাষণ্ডীর পাষণ্ডত্বের বর্ণন আছে।

১১৬। যঃ (ভাগ্যহীনো জনঃ) তু (গর্হণার্থে) দেবং নারায়ণং (ব্রহ্মরুদ্রোপাস্যং তয়োরধীশ্বরং ভগবন্তং বিষ্ণুং) ব্রহ্মরুদ্রাদি-দৈবতৈঃ (চতুর্ম্মুখ-পঞ্চমুখাদি-নারায়ণদাসভূতৈঃ দেবৈঃ জীব-রূপৈঃ সহ) সমত্বেন (নিত্যপ্রভুণা সহ দেবাখ্যনিত্যদাসৈঃ সমানতয়া) বীক্ষেত (পশ্যেৎ) সঃ ধ্রুবং (নিশ্চিতম্ এব) 'পাষণ্ডী' ভবেৎ—"অর্চ্চ্যে বিষ্ণৌ শিলাধীর্গুরুষু নরমতির্বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধির্বিষ্ণোর্বা বৈষ্ণবানাং কলিমলমথনে পাদতীর্থেঽম্বু-বুদ্ধিঃ। শ্রীবিষ্ণোর্নাম্নি মন্ত্রে সকল-কলুষহে শব্দ-সামান্যবুদ্ধি-

** দত্তাত্রেয় ও ঋষভদেবের পাষণ্ডী উপাসকগণের পাষণ্ডমার্গানুসারে বেদাদি শাস্ত্রনিন্দা (ভক্তিসন্দর্ভ ২৬৫) ; পুনরায়, 'অহং-মম-বুদ্ধি'-বর্ণনে—'নামৈকং যস্য বাচি'-শ্লোকে দেহ-দ্রবিণাদি নিমিত্তক 'পাষণ্ড'-শব্দদ্বারাও দশ নামাপরাধ লক্ষিত হইতেছে, যেহেতু ঐ সমস্তই পাষণ্ডময় হইয়া থাকে (ভক্তিসন্দর্ভ ২৬৫) ; যে ব্যক্তি অপর দেবগণের উদ্দেশ্যেই দান ও হোমাদি করিয়া থাকে, তাহাকে পাষণ্ডী অথবা কর্ম্মবিষয়ে স্বেচ্ছাচারী বলিয়া জানিবে। সুতরাং 'পাষণ্ডিত্ব' অর্থাৎ বৈষ্ণবমার্গ হইতে ভ্রষ্টত্ব (ভক্তিসন্দর্ভ ২২৩)।*

অধোক্ষজ হইয়াও জগতের আকর্ষক ঃ—

অলৌকিক 'প্রকৃতি' তোমার—বুদ্ধি-অগোচর ।
তোমা দেখি' কৃষ্ণপ্রেমে জগৎ পাগল ॥ ১২০ ॥

ভগবদ্দর্শন বা শুদ্ধনাম-শ্রবণমাত্র, বাল-বৃদ্ধ-বনিতা, এমনকি, অন্ত্যজেরও 'আচার্য্য' হইয়া জগদুদ্ধারে সামর্থ্য ঃ—

স্ত্রী-বাল-বৃদ্ধ, আর 'চণ্ডাল', 'যবন' ।
যেই তোমার একবার পায় দরশন ॥ ১২১ ॥
কৃষ্ণনাম লয়, নাচে হঞা উন্মত্ত ।
আচার্য্য হইল সেই, তারিল জগত ॥ ১২২ ॥
দর্শনের কার্য্য আছুক, যে তোমার 'নাম' শুনে ।
সেই কৃষ্ণপ্রেমে মত্ত, তারে ত্রিভুবনে ॥ ১২৩ ॥
তোমার নাম শুনি' হয় শ্বপচ 'পাবন' ।
অলৌকিক শক্তি তোমার না যায় কথন ॥ ১২৪ ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (৩।৩৩।৬)—

যন্নামধেয়-শ্রবণানুকীর্ত্তনাদ্-
যৎপ্রহ্বণাদ্যৎস্মরণাদপি ক্বচিৎ ।
শ্বাদোঽপি সদ্যঃ সবনায় কল্পতে
কুতঃ পুনস্তে ভগবন্নু দর্শনাৎ ॥ ১২৫ ॥

উক্ত সমস্তই প্রভুর 'তটস্থ' লক্ষণ, স্বরূপতঃ প্রভু—সাক্ষাৎ স্বয়ংরূপ কৃষ্ণ ঃ—

এইত' মহিমা—তোমার 'তটস্থ'-লক্ষণ ।
'স্বরূপ'-লক্ষণে তুমি—ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥" ১২৬ ॥

সকলকেই প্রভুর অনুগ্রহ ; তাহাদের স্বগৃহে গমন ঃ—

সেই সব লোকে প্রভু প্রসাদ করিল ।
কৃষ্ণপ্রেমে মত্ত লোক নিজ ঘরে গেল ॥ ১২৭ ॥

অক্রূরতীর্থে থাকিয়া লোকোদ্ধার ঃ—

এইমত কতদিন 'অক্রূরে' রহিলা ।
কৃষ্ণ-নাম-প্রেম দিয়া লোক নিস্তারিলা ॥ ১২৮ ॥

সানোড়িয়া-বিপ্রের মথুরায় সকল সজ্জনকেই প্রভুসেবার সুযোগ দিয়া উদ্ধার-সাধন ঃ—

মাধবপুরীর শিষ্য সেইত' ব্রাহ্মণ ।
মথুরার ঘরে-ঘরে করা'ন নিমন্ত্রণ ॥ ১২৯ ॥
মথুরার যত লোক ব্রাহ্মণ-সজ্জন ।
ভট্টাচার্য্য-স্থানে আসি' করে নিমন্ত্রণ ॥ ১৩০ ॥

একসঙ্গে বহু ব্যক্তি নিমন্ত্রণ করিলেও, ভট্টের এক একজনের মাত্র নিমন্ত্রণ-গ্রহণ ঃ—

একদিন 'দশ' 'বিশ' আইসে নিমন্ত্রণ ।
ভট্টাচার্য্য একের মাত্র করেন গ্রহণ ॥ ১৩১ ॥

সকলেরই একযোগে প্রভুকে ভিক্ষা দিতে ব্যস্ততা-হেতু লোকের প্রভুসেবার অবসরাভাব ঃ—

অবসর না পায় লোক নিমন্ত্রণ দিতে ।
সেই বিপ্রে সাধে লোক নিমন্ত্রণ নিতে ॥ ১৩২ ॥

বৈদিক সদ্ব্রাহ্মণের সদৈন্যে প্রভুকে নিমন্ত্রণ ঃ—

কান্যকুব্জ-দাক্ষিণাত্যের বৈদিক ব্রাহ্মণ ।
দৈন্য করি', করে, মহাপ্রভুর নিমন্ত্রণ ॥ ১৩৩ ॥

অক্রূরে আসিয়া আপনারাই রন্ধন করিয়া প্রভুকে ভিক্ষা-দান ঃ—

প্রাতঃকালে অক্রূরে আসি' রন্ধন করিয়া ।
প্রভুরে ভিক্ষা দেন শালগ্রামে সমর্পিয়া ॥ ১৩৪ ॥

প্রভুর অক্রূরঘাটে বসিয়া ঐশ্বর্য্য-পূজক অক্রূরের ও মাধুর্য্য-সেবক ব্রজবাসীর স্ব-স্ব-অধিকারে ধাম-দর্শন-বিচার ঃ—

একদিন সেই অক্রূর-ঘাটের উপরে ।
বসি' মহাপ্রভু কিছু করেন বিচারে ॥ ১৩৫ ॥
'এই ঘাটে অক্রূর বৈকুণ্ঠ দেখিল ।
ব্রজবাসী লোক 'গোলোক' দর্শন কৈল ॥' ১৩৬ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১২৬। অন্যবস্তুর সহিত তুলনা না করিয়া যে 'স্বতঃসিদ্ধ-লক্ষণে' বস্তু পরিচিত হয়, তাহাই তাহার 'স্বরূপ'-লক্ষণ। অন্য-বস্তুর সহিত তুলনা করিয়া, যে-লক্ষণে বস্তুর নিজ-পরিচয় সাধিত হয়, সেই লক্ষণকে 'তটস্থ' বলে। পূর্ব্বোক্ত মহিমসমূহ তটস্থ লক্ষণরূপেই তোমাকে 'ব্রজেন্দ্রনন্দন' বলিয়া স্থির করিয়াছে ; আবার, তোমাকে দেখিবামাত্র 'ব্রজেন্দ্রনন্দন' বলিয়া যে বোধোদয় হয়, ইহাই তোমার 'স্বরূপ'-লক্ষণ ; স্বরূপলক্ষণ-দ্বারাই তোমাকে 'কৃষ্ণ' বলিয়া স্থির করা হয়।

১৩৫। অক্রূরঘাট—বৃন্দাবন ও মথুরার মধ্যে অর্দ্ধপথে এই

অনুভাষ্য

র্বিষ্ণৌ সর্ব্বেশ্বরেশে তদিতরসমধীর্যস্য বা নারকী সঃ।।" ইতি পদ্মপুরাণবচনাৎ।

১১৯। আদি, ৩য় পঃ ৮৫-৮৯ সংখ্যা দ্রষ্টব্য। যেরূপ মৃগনাভি অঞ্চলে বাঁধা থাকিলেও বস্ত্র ভেদ করিয়া তাহার গন্ধ দিক্‌সমূহ প্রপূরিত করে, তদ্রূপ তুমি ভক্তজীবাবরণদ্বারা আত্ম-গোপন করিলেও তোমার ভগবৎস্বভাব লুক্কায়িত হয় না।

১২৫। মধ্য, ১৬শ পঃ ১৮৬ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

১২৯। সেইত' ব্রাহ্মণ—সনোড়িয়া (মধ্য, ১৭শ পঃ ১৭৯ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

প্রভুর জলে ঝম্পপ্রদান ও নিমজ্জন ঃ—

এত বলি' ঝাঁপ দিলা জলের উপরে ।
ডুবিয়া রহিলা প্রভু জলের ভিতরে ॥ ১৩৭ ॥

কৃষ্ণদাসের ক্রন্দন-চিৎকারে ভট্টের তৎক্ষণাৎ আসিয়া প্রভুকে উত্তোলন ঃ—

দেখি' কৃষ্ণদাস কান্দি' ফুকার করিল ।
ভট্টাচার্য্য শীঘ্র আসি' প্রভুরে উঠাইল ॥ ১৩৮ ॥

ভট্ট ও বিপ্রের পরামর্শ ঃ—

তবে ভট্টাচার্য্য সেই ব্রাহ্মণে লঞা ।
যুক্তি করিলা কিছু নিভৃতে বসিয়া ॥ ১৩৯ ॥
"আজি আমি আছিলাঙ, উঠাইলুঁ প্রভুরে ।
বৃন্দাবনে ডুবেন যদি, কে উঠাবে তাঁরে ?? ১৪০ ॥

জনসঙ্ঘ, ভিক্ষা-দৌরাত্ম্য ও প্রভুর সর্ব্বদা প্রেমাবেশে ভীত ভট্টের বৃন্দাবন হইতে প্রভুকে স্থানান্তরিত করিতে ইচ্ছা ঃ—

লোকের সংঘট্ট, আর নিমন্ত্রণের জঞ্জাল ।
নিরন্তর আবেশ প্রভুর,—না দেখিয়ে ভাল ॥ ১৪১ ॥
বৃন্দাবন হৈতে যদি প্রভুরে কাড়িয়ে ।
তবে মঙ্গল হয়,—এই ভাল যুক্তি হয়ে ॥" ১৪২ ॥

বিপ্রের মাঘস্নান-উপলক্ষে গঙ্গাতটপথে প্রয়াগে লইয়া যাইবার যুক্তি ঃ—

বিপ্র কহে,—"প্রয়াগে প্রভু লঞা যাই ।
গঙ্গাতীর-পথে যাই, তবে সুখ পাই ॥ ১৪৩ ॥
'সোরোক্ষেত্রে' আগে যাঞা করি' গঙ্গাস্নান ।
সেই পথে প্রভু লঞা করিয়ে পয়ান ॥ ১৪৪ ॥
মাঘ-মাস লাগিল, এবে যদি যাইয়ে ।
মকরে প্রয়াগ-স্নান কত দিন পাইয়ে ॥ ১৪৫ ॥

নিজদুঃখ-নিবেদন ও সাময়িক পরামর্শ-দান ঃ—

আপনার দুঃখ কিছু করি' নিবেদন ।
'মকরে' পৌঁছিতে প্রয়াগে করিহ সূচন ॥ ১৪৬ ॥

প্রভুসমীপে ভট্টের ভিক্ষানুরোধ-দৌরাত্ম্য-বর্ণনপূর্ব্বক মাঘস্নানার্থ প্রয়াগে যাইতে অনুরোধ ঃ—

গঙ্গাতীর-পথে সুখ জানাইহ তাঁরে ।"
ভট্টাচার্য্য আসি' তবে কহিল প্রভুরে ॥ ১৪৭ ॥
"সহিতে না পারি আমি লোকের গড়বড়ি ।
নিমন্ত্রণ লাগি' লোক করে হুড়াহুড়ি ॥ ১৪৮ ॥
প্রাতঃকালে আইসে লোক, তোমারে না পায় ।
তোমারে না পাঞা লোক মোর মাথা খায় ॥ ১৪৯ ॥
তবে সুখ হয় যবে গঙ্গাপথে যাইয়ে ।
এবে যদি যাই, 'মকরে' গঙ্গাস্নান পাইয়ে ॥ ১৫০ ॥
উদ্বিগ্ন হইল প্রাণ, সহিতে না পারি ।
প্রভুর যে আজ্ঞা হয়, সেই শিরে ধরি ॥" ১৫১ ॥

বৃন্দাবন-ত্যাগে ইচ্ছা না থাকিলেও ভট্টের ইচ্ছাপূরণ ও ভট্টকে স্তুতি ঃ—

যদ্যপি বৃন্দাবন-ত্যাগে নাহি প্রভুর মন ।
ভক্ত-ইচ্ছা পূরিতে কহে মধুর বচন ॥ ১৫২ ॥
"তুমি আমায় আনি' দেখাইলা বৃন্দাবন ।
এই 'ঋণ' আমি নারিব করিতে শোধন ॥ ১৫৩ ॥
যে তোমার ইচ্ছা, আমি সেইত করিব ।
যাঁহা লঞা যাহ তুমি, তাঁহাই যাইব ॥" ১৫৪ ॥

প্রাতে স্নানান্তে ভাবি-বিচ্ছেদ-স্মরণে প্রেমাবেশ ঃ—

প্রাতঃকালে মহাপ্রভু প্রাতঃস্নান কৈল ।
'বৃন্দাবন ছাড়িব' জানি' প্রেমাবেশ হৈল ॥ ১৫৫ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

ঘাট। এখানে রথ লাগাইয়া অক্রূর রামকৃষ্ণকে লইয়া যমুনা-স্নান করিয়াছিলেন। স্নান-সময়ে অক্রূর জলমধ্যে 'বৈকুণ্ঠ' দর্শন করিয়াছিলেন এবং ব্রজবাসিলোক সেই ঘাটের জলের মধ্যে গোলোক দর্শন করিয়াছিলেন।

১৪৪। সোরোক্ষেত্রে—মথুরা হইতে সর্ব্ব-নিকটবর্ত্তী গঙ্গা-তীরেই 'সোরোক্ষেত্র'।

অনুভাষ্য

১৩৩। 'কান্যকুব্জ', 'সারস্বত', 'গৌড়', 'মৈথিল' ও 'উৎকল' —পঞ্চ-গৌড়-ব্রাহ্মণ এবং 'আন্ধ্র', 'কর্ণাট', 'গুর্জ্জর', 'দ্রাবিড়' ও 'মহারাষ্ট্র'—পঞ্চ-দাক্ষিণাত্য-ব্রাহ্মণ, এই দশপ্রকার বৈদিক শুদ্ধব্রাহ্মণগণ—যাঁহারা বৈদিক-আচারবিশিষ্ট ছিলেন অর্থাৎ তান্ত্রিক-কদাচারদ্বারা স্বীয় বৈদিকানুষ্ঠান ত্যাগ করেন নাই, তাঁহারা সকলেই দৈন্যসহকারে মহাপ্রভুকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন।

১৪২। কাড়িয়ে—লইয়া যাই।

১৪৫। কর্ম্মনিষ্ঠগণের মাঘমাসে প্রয়াগ-স্নান—বিশেষ ফলপ্রদ ; "মাঘে মাসি গমিষ্যন্তি গঙ্গাযামুনসঙ্গমম্। গবাং শত-সহস্রস্য সম্যক্ দত্তঞ্চ যৎফলম্। প্রয়াগে মাঘমাসে বৈ ত্র্যহং স্নাতস্য তৎফলম্।।" এবং "সর্ব্বাধিকারিতাং মাঘস্নানস্য ব্রবতা যতঃ" প্রভৃতি ব্যবস্থা দৃষ্ট হয়।

১৪৮। গড়বড়ি—লোক যাতায়াতে গণ্ডগোল।

প্রভুকে গোকুলে লইতে নৌকায় উঠাইয়া পরপারে গমন ঃ—

বাহ্য বিকার নাহি, প্রেমাবিষ্ট মন।
ভট্টাচার্য্য কহে,—চল, যাই মহাবন ॥ ১৫৬ ॥
এত বলি' মহাপ্রভুরে নৌকায় বসাঞা।
পার করি' ভট্টাচার্য্য চলিলা লঞা ॥ ১৫৭ ॥

রাজপুত কৃষ্ণদাস ও মাথুর সানোড়িয়া উভয়ই পথজ্ঞ ঃ—

প্রেমী কৃষ্ণদাস, আর সেইত ব্রাহ্মণ।
গঙ্গাতীর-পথে যাইবার বিজ্ঞ দুইজন ॥ ১৫৮ ॥

পথে এক বৃক্ষতলে সকলের বিশ্রামার্থ উপবেশন ঃ—

যাইতে এক বৃক্ষতলে প্রভু সবা লঞা।
বসিলা, সবার পথ-শ্রান্তি দেখিয়া ॥ ১৫৯ ॥

গাভীবিচরণ-দর্শনে ব্রজলীলা-স্মৃতি ঃ—

সেই বৃক্ষ নিকটে চরে বহু গাভীগণ।
তাহা দেখি' মহাপ্রভুর উল্লসিত মন ॥ ১৬০ ॥

হঠাৎ একটী বংশীধ্বনি-শ্রবণে প্রভুর প্রেম-মূর্চ্ছা ঃ—

আচম্বিতে এক গোপ বংশী বাজাইল।
শুনি' মহাপ্রভুর মহা-প্রেমাবেশ হৈল ॥ ১৬১ ॥
অচেতন হঞা প্রভু ভূমিতে পড়িলা।
মুখে ফেনা পড়ে, নাসায় শ্বাস রুদ্ধ হৈলা ॥ ১৬২ ॥

এমন সময় তথায় দশজন অশ্বারোহী পাঠানের আগমন ঃ—

হেনকালে তাঁহা আশোয়ার দশ আইলা।
ম্লেচ্ছ-পাঠান ঘোড়া হৈতে উত্তরিলা ॥ ১৬৩ ॥

প্রভুর সঙ্গী চারিজনকেই 'প্রভুর হত্যাকারী দস্যু'-জ্ঞানে দলপতির নিধনোদ্যোগ ঃ—

প্রভুরে দেখিঞা ম্লেচ্ছ করয়ে বিচার।
'এই যতি-পাশ ছিল সুবর্ণ অপার ॥ ১৬৪ ॥
এই চারি বাটোয়ার ধুতুরা খাওয়াঞা।
মারি' ডারিয়াছে, যতির সব ধন লঞা ॥' ১৬৫ ॥

তবে সেই পাঠান চারি জনেরে বাঁধিল।
কাটিতে চাহে, গৌড়ীয়া সব কাঁপিতে লাগিল ॥১৬৬॥

কৃষ্ণদাস ও মাথুর-ব্রাহ্মণের নির্ভয়ে পাঠানকে পরিচয়াদি-প্রদান ঃ—

কৃষ্ণদাস—রাজপুত, নির্ভয় সে বড়।
সেই বিপ্র—নির্ভয়, সে—মুখে বড় দড় ॥ ১৬৭ ॥
বিপ্র কহে,—"পাঠান, তোমার পাৎসার দোহাই।
চল তুমি, আমি সিক্‌দার-পাশ যাই ॥ ১৬৮ ॥
এই যতি—আমার গুরু, আমি—মাথুর ব্রাহ্মণ।
পাৎসার আগে আমার আছে 'শত জন' ॥ ১৬৯ ॥
এই যতি ব্যাধিতে কভু হয়েন মূর্চ্ছিত।
অবঁহি চেতন পাইবে, হইবে সম্বিত ॥ ১৭০ ॥
ক্ষণেক ইঁহা বৈস, বান্ধি' রাখহ সবারে।
ইঁহাকে পুছিয়া, তবে মারিহ আমারে ॥" ১৭১ ॥

পাঠানের ক্রোধভরে সকলকেই 'দস্যু' বলিয়া উক্তি ঃ—

পাঠান কহে,—"তুমি পশ্চিমা মাথুর দুইজন।
'গৌড়ীয়া' ঠক্ এই কাঁপে দুইজন ॥" ১৭২ ॥

প্রত্যুত্তরে কৃষ্ণদাসের পাঠানকে ভয় প্রদর্শন ও কটুবাক্য ঃ—

কৃষ্ণদাস কহে,—"আমার ঘর এই গ্রামে।
দুইশত তুর্কী আছে, শতেক কামানে ॥ ১৭৩ ॥
এখনি আসিবে সব, আমি যদি ফুকারি।
ঘোড়া-পিড়া লুটি' লবে তোমা-সবা মারি' ॥ ১৭৪ ॥
গৌড়ীয়া—'বাটপাড়' নহে, তুমি—বাটপাড়'।
তীর্থবাসী লুঠ', আর চাহ' মারিবার ॥" ১৭৫ ॥

পাঠানের ভয় ঃ—

শুনিয়া পাঠান মনে সঙ্কোচ হইল।
হেনকালে মহাপ্রভু 'চৈতন্য' পাইল ॥ ১৭৬ ॥

প্রভুর বাহ্যদশা ও নৃত্যকীর্ত্তন ঃ—

হুঙ্কার করিয়া উঠে, বলে 'হরি' 'হরি'।
প্রেমাবেশে নৃত্য করে ঊর্দ্ধবাহু করি' ॥ ১৭৭ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৬৫। বাটওয়ার—পথে যাহারা ডাকাতি করিয়া লয় ; মারি' ডারিয়াছে—মারিয়া ফেলিয়াছে।

অনুভাষ্য

১৫৬। মহাবন—গোকুল।

১৬৩। আসোয়ার—অশ্বারোহী সৈন্য।

১৬৫। বাটোয়ার—নিরাশ্রয় পথিকের লুণ্ঠনকারী দস্যু।

১৬৬। চারিজনেরে—১। কৃষ্ণদাস রাজপুত, ২। মাধবেন্দ্র-পুরীর শিষ্য 'সানোড়িয়া'-ব্রাহ্মণ, ৩। বলভদ্র ভট্টাচার্য্য, ৪। বলভদ্রের সঙ্গী ব্রাহ্মণ।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৭০। অবঁহি—এখনি।

১৭৪। ঘোড়া-পিড়া—ঘোড়া ও তৎপৃষ্ঠস্থিত আসনাদি দ্রব্য।

অনুভাষ্য

১৬৭। মুখে বড় দড়—অতি নিপুণ বক্তা, আলাপ-পরিচয় বা কথাবার্ত্তায় পটু।

১৬৮। সি(শি)কদার,—শান্তিরক্ষক কর্ম্মচারিবিশেষ, অথবা পদস্থ সৈন্যাধ্যক্ষ, অথবা সিক্কা (বাদ্‌শাহী মুদ্রা)-দার (ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী)।

১৭০। সম্বিত—জ্ঞান।

পাপী ম্লেচ্ছের হরিনাম-শ্রবণে কষ্ট ঃ—

প্রেমাবেশে প্রভু যবে করেন চিৎকার ।
ম্লেচ্ছের হৃদয়ে যেন লাগে শেলধার ॥ ১৭৮ ॥

ম্লেচ্ছের তৎক্ষণাৎ চারিজনের বন্ধন-মোচন ; প্রভুর ভক্তদ্রোহ-দর্শনে অবকাশাভাব ঃ—

ভয় পাঞা ম্লেচ্ছ ছাড়ি' দিল চারিজন ।
প্রভু না দেখিল নিজ-গণের বন্ধন ॥ ১৭৯ ॥

ম্লেচ্ছদর্শনে প্রভুর ভাব-সম্বরণ ঃ—

ভট্টাচার্য্য আসি' প্রভুরে ধরি' বসাইল ।
ম্লেচ্ছগণ দেখি' মহাপ্রভুর 'বাহ্য' হৈল ॥ ১৮০ ॥

ম্লেচ্ছগণের প্রভু-বন্দনা ও চারিজনের বিরুদ্ধে অভিযোগ ঃ—

ম্লেচ্ছগণ আসি' প্রভুর বন্দিল চরণ ।
প্রভু-আগে কহে,—"এই ঠক্ চারিজন ॥ ১৮১ ॥
এই চারি মিলি' তোমায় ধুতুরা খাওয়াঞা ।
তোমার ধন লৈল, তোমায় পাগল করিয়া ॥" ১৮২ ॥

চারিজনকেই 'নিজজন' বলিয়া প্রভুর পরিচয়-দান ঃ—

প্রভু কহেন,—"ঠক্ নহে, মোর 'সঙ্গী' জন ।
ভিক্ষুক সন্ন্যাসী, মোর নাহি কিছু ধন ॥ ১৮৩ ॥
মৃগী ব্যাধিতে আমি কভু হই অচেতন ।
এই চারি দয়া করি' করেন পালন ॥" ১৮৪ ॥

পাঠানগণের মধ্যে একজন 'মৌলানা' ঃ—

সেই ম্লেচ্ছ-মধ্যে এক পরম গম্ভীর ।
কালবস্ত্র পরে সেই,—লোকে কহে 'পীর' ॥ ১৮৫ ॥

প্রভুদর্শনে তাহার নম্রভাব ও নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্মস্থাপন-চেষ্টা ঃ—

চিত্ত আর্দ্র হৈল তাঁর প্রভুরে দেখিয়া ।
'নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্ম' স্থাপে স্বশাস্ত্র উঠাঞা ॥ ১৮৬ ॥

মোছলেম-শাস্ত্রযুক্তি-দ্বারাই প্রভুর তন্মত খণ্ডন ঃ—

'অদ্বৈত-ব্রহ্মবাদ' সেই করিল স্থাপন ।
তাঁর শাস্ত্রযুক্ত্যে তাঁরে প্রভু কৈলা খণ্ডন ॥ ১৮৭ ॥
যেই যেই কহিল, প্রভু সকলি খণ্ডিল ।
উত্তর না আইসে মুখে, মহাস্তব্ধ হৈল ॥ ১৮৮ ॥

মোছলেম-শাস্ত্রে প্রথমে নির্ব্বিশেষতত্ত্ব-স্থাপনানন্তর শেষে সবিশেষ-ব্রহ্মেরই সংস্থাপন ঃ—

প্রভু কহে,—"তোমার শাস্ত্র স্থাপে 'নির্ব্বিশেষে' ।
তাহা খণ্ডি' 'সবিশেষ' স্থাপিয়াছে শেষে ॥ ১৮৯ ॥

কোরাণে সর্ব্বশেষে সবিশেষ-ব্রহ্ম কৃষ্ণের পরিচয় ঃ—

তোমার শাস্ত্রে কহে শেষে 'একই ঈশ্বর' ।
'সর্ব্বৈশ্বর্য্যপূর্ণ তেঁহো—শ্যাম-কলেবর ॥ ১৯০ ॥
সচ্চিদানন্দ-দেহ, পূর্ণব্রহ্ম-স্বরূপ ।
'সর্ব্বাত্মা', 'সর্ব্বজ্ঞ', নিত্য সর্ব্বাদি-স্বরূপ ॥ ১৯১ ॥
সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় তাঁহা হৈতে হয় ।
স্থূল-সূক্ষ্ম-জগতের তেঁহো সমাশ্রয় ॥ ১৯২ ॥

সেই ভগবানের প্রীতি বা ভক্তিই সংসার-বন্ধন মোচনী ও পরম-পুরুষার্থ ঃ—

'সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, সর্ব্বারাধ্য, কারণের কারণ ।
তাঁর ভক্ত্যে হয় জীবের সংসার-তারণ ॥ ১৯৩ ॥
তাঁর সেবা বিনা জীবের না যায় 'সংসার' ।
তাঁহার চরণে প্রীতি—'পুরুষার্থ-সার' ॥ ১৯৪ ॥

ভগবৎপ্রেমার মহিমা ঃ—

মোক্ষাদি আনন্দ যার নহে এক 'কণ' ।
পূর্ণানন্দ-প্রাপ্তি তাঁর চরণ-সেবন ॥ ১৯৫ ॥

কোরাণে পূর্ব্বে 'কর্ম্ম', 'জ্ঞান', 'যোগ' বলিয়া শেষে ভগবদ্ভক্তিই সংস্থাপিত ঃ—

'কর্ম্ম', 'জ্ঞান', 'যোগ' আগে করিয়া স্থাপন ।
সব খণ্ডি' স্থাপে 'ঈশ্বর', 'তাঁহার সেবন' ॥ ১৯৬ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৮৬-১৮৭। স্বশাস্ত্র—কোরাণ ; মুসলমানদিগের 'সুফি' বলিয়া এক সম্প্রদায় আছে, তাঁহাদের মতই 'নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম' বা 'অদ্বৈত-ব্রহ্মবাদ', ইঁহাদিগের মহাবাক্য—"অনলহক্"। এই সুফি-মত শাঙ্করমত হইতে যে উৎপন্ন হইয়াছে, ইহাতে সন্দেহ নাই।

১৯০। তোমার মহম্মদীয় শাস্ত্রে মহম্মদের সপ্তম স্বর্গে ঈশ্বর-দর্শন-বর্ণনে ঈশ্বরের পূর্ণবিগ্রহ স্বীকৃত হইয়াছে।

১৯৪। সেই ঈশ্বরের "এবাদৎ" অর্থাৎ পাঁচসময় নমাজাদি সেবা না করিলে জীবের পুরুষার্থ লাভ হয় না। তোমার শাস্ত্রে প্রীতিকেই পুরুষার্থ বলিয়াছেন ; তাহাতে কর্ম্ম-যোগ-জ্ঞানাদি স্থাপনপূর্ব্বক সর্ব্বশেষে উহা খণ্ডন করত ঈশ্বরের 'এবাদৎ' অর্থাৎ সেবারই শ্রেষ্ঠতা স্থাপিত হইয়াছে।

অনুভাষ্য

১৭৪। ফুকারি—বংশীধ্বনি করি।

১৭৮। লাগে শেলধার—শল্যের ধারের ন্যায় বিদ্ধ হইল।

১৮৬। নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্ম—অজ্ঞেয়, পরিচয়রহিত 'ঈশ্বর'। 'খোদা' ও 'বান্দাহ্'—এই নিত্যভাবদ্বয়-রহিত চিদ্বিলাসহীন পারলৌকিক অবস্থান।

সাধারণতঃ মোছলেম-পণ্ডিতগণের কোরাণের প্রকৃত তাৎপর্য্য-জ্ঞানাভাব ; পূর্ব্বের কর্ম্ম ও জ্ঞান-বিধি অপেক্ষা পরবর্ত্তী ভক্তিবিধিই বলবান্ ঃ—

তোমার পণ্ডিত-সবার নাহি শাস্ত্র-জ্ঞান ।
পূর্ব্বাপর-বিধি-মধ্যে 'পর'—বলবান্ ॥ ১৯৭ ॥

মৌলানাকে উহার যাথার্থ্য-নির্ণয়ে অনুরোধ ঃ—

নিজ-শাস্ত্র দেখি' তুমি বিচার করিয়া ।
কি লিখিয়াছে শেষে কহ নির্ণয় করিয়া ॥" ১৯৮ ॥

মৌলানার প্রভুবাক্যকে 'সত্য'-জ্ঞানে অনুমোদন ; মোছলেম পণ্ডিতগণের হৃদ্দৌর্ব্বল্য-স্বীকার ঃ—

ম্লেচ্ছ কহে,—"যেই কহ, সেই 'সত্য' হয় ।
শাস্ত্রে লিখিয়াছে, কেহ লইতে না পারয় ॥ ১৯৯ ॥

তাঁহাদের নির্ব্বিশেষত্বেই দৃঢ় আস্থা, চিন্ময় সবিশেষত্বের সেবায় অনাস্থা ঃ—

'নির্ব্বিশেষ-গোসাঞিঃ' লঞা করেন ব্যাখ্যান ।
'সাকার-গোসাঞিঃ'—সেব্য, কারো নাহি জ্ঞান ॥২০০॥

প্রভুকে 'পরমেশ্বর'-জ্ঞান ও কৃপা-যাচ্ঞা ঃ—

সেইত 'গোসাঞিঃ' তুমি—সাক্ষাৎ 'ঈশ্বর' ।
মোরে কৃপা কর, মুঞিঃ—অযোগ্য পামর ॥ ২০১ ॥

মৌলানার স্বয়ং সাধন ও সাধ্যবস্তু-মীমাংসা-চেষ্টায় অসামর্থ্য-জ্ঞাপন ঃ—

অনেক দেখিনু মুঞিঃ ম্লেচ্ছ-শাস্ত্র হৈতে ।
'সাধ্য-সাধন-বস্তু' নারি নির্দ্ধারিতে ॥ ২০২ ॥

প্রভু-দর্শনে মৌলানার জিহ্বায় স্বতঃই কৃষ্ণনাম-স্ফূর্ত্তি ও জড়াভিমান দূরীভূত ঃ—

তোমা দেখি' জিহ্বা মোর বলে 'কৃষ্ণনাম' ।
'আমি—বড় জ্ঞানী'—এই গেল অভিমান ॥ ২০৩ ॥

প্রভুকে প্রণামপূর্ব্বক সাধ্য-সাধন-জিজ্ঞাসা ঃ—

কৃপা করি' বল মোরে 'সাধ্য-সাধনে' ।"
এত বলি' পড়ে মহাপ্রভুর চরণে ॥ ২০৪ ॥

প্রভুর তাহাকে আশ্বাসন, কৃষ্ণনামাভাসেই তাহার পাপপুঞ্জ-বিনাশ ঃ—

প্রভু কহে,—"উঠ, কৃষ্ণনাম তুমি লইলা ।
কোটি জন্মের পাপ গেল, 'পবিত্র' হইলা ॥ ২০৫ ॥

প্রভুর আদেশে সকলের কৃষ্ণনাম-গ্রহণ ঃ—

'কৃষ্ণ' কহ, 'কৃষ্ণ' কহ,—কৈলা উপদেশ ।
সবে 'কৃষ্ণ' কহে, সবার হৈল প্রেমাবেশ ॥ ২০৬ ॥

প্রভুকর্ত্তৃক তাঁহার 'রামদাস'-নাম-সংস্কার দান ঃ—

'রামদাস' বলি' প্রভু তাঁর কৈল নাম ।
আর এক পাঠান, তাঁর নাম—'বিজলী-খাঁন' ॥ ২০৭ ॥

পাঠান-দলপতি বিজলী খাঁর পরিচয় ঃ—

অল্প বয়স তাঁর, রাজার কুমার ।
'রামদাস' আদি পাঠান—চাকর তাঁহার ॥ ২০৮ ॥

তাঁহারও প্রভুপদে শরণ-গ্রহণ, প্রভুর তন্মস্তকে পদার্পণ ঃ—

'কৃষ্ণ' বলি' পড়ে সেই মহাপ্রভুর পায় ।
প্রভু শ্রীচরণ দিল তাঁহার মাথায় ॥ ২০৯ ॥

প্রভুর যাত্রা, সেই সকল পাঠানের বৈরাগ্যধর্ম্ম গ্রহণ ঃ—

তাঁ-সবারে কৃপা করি' প্রভু ত' চলিলা ।
সেইত পাঠান সব 'বৈরাগী' হইলা ॥ ২১০ ॥

তাঁহাদের 'পাঠান-বৈষ্ণব'-খ্যাতি ও সর্ব্বত্র প্রভুগুণ-গান ঃ—

'পাঠান-বৈষ্ণব বলি' হৈল তাঁর খ্যাতি ।
সর্ব্বত্র গাহিয়া বুলে মহাপ্রভুর কীর্ত্তি ॥ ২১১ ॥

মহাভাগবত বিজলী-খাঁর সর্ব্বত্র মহত্ত্ব-বিস্তার ঃ—

সেই বিজলী-খাঁন হৈল 'মহা-ভাগবত' ।
সর্ব্বতীর্থে হৈল তাঁর পরম-মহত্ত্ব ॥ ২১২ ॥

যুক্তপ্রদেশে আসিয়া প্রভুর ম্লেচ্ছোদ্ধার ঃ—

ঐছে লীলা করে প্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ।
'পশ্চিমে' আসিয়া কৈল যবনাদি ধন্য ॥ ২১৩ ॥

সোরোক্ষেত্রে গঙ্গাস্নান ও গঙ্গাতীর-পথে প্রয়াগে গমন ঃ—

সোরো ক্ষেত্রে আসি' প্রভু কৈলা গঙ্গাস্নান ।
গঙ্গাতীর-পথে কৈলা প্রয়াগে পয়ান ॥ ২১৪ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৯৯-২০০। পীরের ন্যায় কালবস্ত্রধারী ম্লেচ্ছাচার্য্য কহিল,—আমাদের শাস্ত্রের গূঢ়কথা সাধারণ পণ্ডিতগণ বুঝিতে পারেন না ; এইজন্যই আমাদের আল্লার 'নিরাকার ভাব' লইয়াই লোকে ব্যাখ্যান করেন। তাঁহার সচ্চিদানন্দ-আকারই যে চরমে সেব্য, তাহা অনেকেই জানে না।

ইতি অমৃতপ্রবাহ-ভাষ্যে অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

অনুভাষ্য

২০০। গোসাঞিঃ—আরাধ্য বস্তু ভগবান্ ; সাকার,—মানবের ভোগ্য জড়জ্ঞান অতিক্রম করিয়া ত্রিগুণাতীত অপ্রাকৃত সবিশেষ বিগ্রহ বা চিন্ময় আকারযুক্ত।

সানোড়িয়া-বিপ্র ও কৃষ্ণদাসকে বিদায় দিতে ইচ্ছা ঃ—

সেই বিপ্রে, কৃষ্ণদাসে, প্রভু বিদায় দিলা ।
যোড়-হাতে দুইজন কহিতে লাগিলা ॥ ২১৫ ॥

তাঁহাদের প্রয়াগ পর্য্যন্ত অনুগমনে প্রার্থনা ঃ—

"প্রয়াগ পর্য্যন্ত দুঁহে তোমা-সঙ্গে যাব ।
তোমার চরণ-সঙ্গ পুনঃ কাঁহা পাব? ২১৬ ॥
ম্লেচ্ছদেশ, কেহ কাঁহা করয়ে উৎপাত ।
ভট্টাচার্য্য—পণ্ডিত, কহিতে না জানেন বাত্ ॥" ২১৭ ॥

প্রভুর ঈষদ্ধাস্য ও তাঁহাদের প্রভুর অনুগমন ঃ—

শুনি' মহাপ্রভু ঈষৎ হাসিতে লাগিলা ।
সেই দুইজন প্রভুর সঙ্গে চলি' আইলা ॥ ২১৮ ॥

পথে প্রভুর দর্শনকারী প্রত্যেকেরই কৃষ্ণনাম-গ্রহণ ঃ—

যেই যেই জন প্রভুর পাইল দরশন ।
সেই প্রেমে মত্ত হয়, করে কৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তন ॥ ২১৯ ॥

তাঁহা হইতে অপর ব্যক্তির শ্রবণ-সুযোগ, এইরূপে শ্রবণ-কীর্ত্তনধারা-পারম্পর্য্যে সকলদেশের উদ্ধার ঃ—

তাঁর সঙ্গে অন্যোন্যে, তাঁর সঙ্গে আন ।
এইমত 'বৈষ্ণব' কৈলা সব দেশ-গ্রাম ॥ ২২০ ॥

দাক্ষিণাত্যের ন্যায় পশ্চিমদেশেরও উদ্ধার-সাধন ঃ—

দক্ষিণ যাইতে যৈছে শক্তি প্রকাশিলা ।
সেইমত 'পশ্চিমদেশ' প্রেমে ভাসাইলা ॥ ২২১ ॥

প্রভুর প্রয়াগে আগমন, দশদিন ত্রিবেণী-দর্শন ও স্নান ঃ—

এইমত চলি' প্রভু 'প্রয়াগ' আইলা ।
দশদিন ত্রিবেণীতে মকর-স্নান কৈলা ॥ ২২২ ॥

অগাধ প্রভুচরিত্র ; বৃন্দাবন প্রেম-বর্ণনে সাক্ষাৎ শেষেরও অসামর্থ্য ঃ—

বৃন্দাবন-গমন, প্রভু-চরিত্র অনন্ত ।
'সহস্র-বদন' যাঁর নাহি পা'ন অন্ত ॥ ২২৩ ॥

গ্রন্থকারের দৈন্য ও দিগ্‌দর্শনমাত্র বর্ণন ঃ—

তাহা কে কহিতে পারে ক্ষুদ্র জীব হঞা ।
দিগ্‌দরশন কৈলুঁ মুঞি সূত্র করিয়া ॥ ২২৪ ॥

দুর্ভাগ্য-ব্যক্তিরই চৈতন্যলীলায় অবিশ্বাস ঃ—

অলৌকিক-লীলা প্রভুর অলৌকিক-রীতি ।
শুনিলেও ভাগ্যহীনের না হয় প্রতীতি ॥ ২২৫ ॥

সকল শ্রোতাকেই চৈতন্যলীলায় দৃঢ়শ্রদ্ধা ও বাস্তবসত্য-বস্তুজ্ঞানে বিশ্বাস করিতে অনুরোধ ঃ—

আদ্যোপান্ত চৈতন্যলীলা—'অলৌকিক' জান' ।
শ্রদ্ধা করি' শুন ইহা, 'সত্য' করি' মান' ॥ ২২৬ ॥

অবিশ্বাসী ও তার্কিকের স্বীয় অমঙ্গল আনয়ন ঃ—

যেই তর্ক করে ইঁহা, সেই—'মূর্খরাজ' ।
আপনার মুণ্ডে সে আপনি পাড়ে বাজ ॥ ২২৭ ॥

চৈতন্যচরিতামৃত-রসামৃতসিন্ধুর জলে জগৎ প্লাবিত ঃ—

চৈতন্য-চরিত্র এই—'অমৃতের সিন্ধু' ।
জগৎ আনন্দে ভাসায় যার একবিন্দু ॥ ২২৮ ॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ২২৯ ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে শ্রীবৃন্দাবনদর্শন-বিলাসো নাম অষ্টাদশ-পরিচ্ছেদঃ।

অনুভাষ্য

২১৫। সেই বিপ্রে, কৃষ্ণদাসে—মাধবেন্দ্রপুরীর শিষ্য সানোড়িয়া-ব্রাহ্মণকে ও কৃষ্ণদাস-রাজপুতকে সোরো হইতে বিদায় দিলেন।

২২১। 'পশ্চিম'-দেশ—কেহ কেহ বলেন, এইকালে

অনুভাষ্য

শ্রীমন্মহাপ্রভু বৃন্দাবন হইতে কুরুক্ষেত্রে গিয়া প্রয়াগে যান। কুরুক্ষেত্রে ভদ্রকালী-মন্দিরের নিকট শ্রীগৌরবিগ্রহ অদ্যাপি বিরাজমান।

ইতি অনুভাষ্যে অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।